জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ইতিহাসে কিবুরা

প্রথমবার ডুরান্ড খেলেই ফাইনালে যাওয়ার রেকর্ড গড়ল ডায়মন্ড হারবার এফসি। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে পর্যুদস্ত করল ২-১ গোলে। গোল দুটি করলেন মিকেল ও জবি। ফাইনালে সামনে নর্থইস্ট ইউনাইটেড

শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ

গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে ঢুকে শক্তি হারাচ্ছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণের একাধিক জেলায় আজ থেকে ফের ভারী বৃষ্টি। চলবে সোমবার পর্যন্ত। উত্তরের উপরের জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে

টানেলে জল, বুধবার সকালে ব্যস্ত সময়ে বন্ধ মেট্রো চলাচল

বাংলা বলার অভিযোগে নাগপুরে বাঙালি শ্রমিককে তাড়া, উদ্ধার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৮৮ ● ২১ অগাস্ট, ২০২৫ ● ৪ ভাদ্র ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 88 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 21 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

BLACK DAY BLACK BILL

সুপার ইমারজেন্সি

প্রতিবেদন : সুপার ইমারজেন্সি! কালো দিন কালো বিল! হিটলারের আক্রমণের থেকেও কম কিছু নয়! কেন্দ্রের আনা স্বৈরাচারী (সংবিধান সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে এভাবেই তীব্র প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল-সহ বিরোধীদের তুমুল আপত্তির মধ্যেই বুধবার লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত প্রধানমন্ত্রী বা কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা ৩০ দিনের বেশি জেলে থাকলে পদ হারাতে হবে— বলা হয়েছে এই বিলে। একে গণতন্ত্রের কালো দিন বলে তীব্র নিন্দা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আজ কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা ১৩০তম সাংবিধান সংশোধনী বিলের নিন্দা জানাই। আমি এটিকে জরুরি অবস্থার চেয়েও বেশি পদক্ষেপ হিসেবে নিন্দা জানাই। ভারতের গণতন্ত্রকে চিরতরে শেষ করার একটি পদক্ষেপ। এই কঠোর পদক্ষেপ ভারতে গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়তার জন্য মৃত্যুঘণ্টা। বিশেষ সংশোধন (এসআইআর)-এর নামে

ভারতের গণতন্ত্রকে চিরতরে শেষ করার একটি পদক্ষেপ

ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পরে এটি কেন্দ্রের আরেকটি অতি-কঠোর পদক্ষেপ।

এই বিল দেশের আইন ব্যবস্থাকে শেষ করতে চায় বলে অভিযোগ জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই বিলটি এখন আমাদের বিচার (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাষা

ভাষা প্রসারিয়া
দিকদিগন্তরে
সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি
গুঞ্জরিছে গান
ভাষার কদরে।
অঙ্কুরিছে বেলা
সর্বত্র সংহতি
ভাষা আদরে।
স্বর্ণক্ষেত্রে পরে।
ভাষার হাস্যলেশ
বনছায়ার বনতল
নিজভাষা
স্বর্গীয় বাসা,
ভাষার আঁচল
অলঙ্কারে সাজি
ভাষা ধরণী
সর্বত্র প্রিয় আজি।

গিমিকের বিল, লিখে রাখুন জীবনে পাশ করাতে পারবে না : অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে আমরা এই বিলে সই করব। ৩০ দিন নয়, ১৫ দিন করুন। তাতে সমর্থন করব। কিন্তু শর্ত একটাই! এই বিলে প্রভিশন রাখতে হবে, ১৫ দিনে দোষ প্রমাণ করতে না পারলে, তদন্তকারী অফিসারের ডাবল জেল হবে। ঠিক এই ভাষাতেই 'সংবিধান সংশোধনী বিল' নিয়ে বিজেপিকে ধুয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, বিজেপি যা করছে, তাতে দেশে আদালত রাখার আর দরকার নেই!

অগণতান্ত্রিক কালা বিল পেশের পর বুধবার সকালেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। আর বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির তুঘলকি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যত বুলডোজার চালালেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এটা আসলে গিমিক। এই বিল কোনও দিনই পাশ হবে না। এসআইআর থেকে নজর ঘোরাতে এই ধ্বংসাত্মক বিল আনা হয়েছে। (এরপর ১০ পাতায়)

অভিষেকের চাবুক বিজেপির উদ্দেশে

- অভিযুক্তদের দলে নেয় বিজেপি। দল ভাঙায় এজেন্সি দিয়ে
- ৩০ দিন নয়, ১৫ দিন করুন। কিন্তু দোষ প্রমাণ না হলে তদন্তকারী অফিসার, এজেন্সি কর্তাদের দ্বিগুণ দিন জেল
- লিখে রাখুন জীবনে এই বিল পাশ হবে না
- ২০টা মার্শাল নামিয়ে কাপুরুষের মতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিল পেশ করেছেন
- বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে গত ১০ বছরে ইডি ৫৮৯২টি মামলার তদন্ত করছে। শাস্তি হয়েছে মাত্র ৮টি মামলায়
- মোদি মন্ত্রিসভার ২৮ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা রয়েছে। তার মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুন ও নারীনির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। বিল পাশ হলে তাদের বিরুদ্ধে এই আইন কার্যকর হবে তো
- ২৫ জন নেতা-মন্ত্রী বিজেপিতে যোগ দিতেই তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ

শতাব্দী-মিতালিকে ধাক্কা আইনমন্ত্রীর!

ন্যক্কারজনক। সংসদে কালাকানুন আনতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে বিজেপি। সাংসদরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তখন ক্ষুব্ধ আইনমন্ত্রী রিজিজু লজ্জার মাথা খেয়ে সৌজন্য হারিয়ে প্রবল ধাক্কা মারলেন শতাব্দী রায় ও মিতালী বাগকে। সঙ্গে যোগ দিলেন বিজেপি সাংসদ বিট্টুও। তিনি আবার তৃণমূল সাংসদ আবু তাহেরকে ধাক্কা মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। সংসদে লজ্জার দিন।

মোদিরাজ্যে ছাত্রর হাতে স্কুলে খুন ছাত্র

আবার সেই গুজরাতের আমেদাবাদ। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের হাতে খুন দশম শ্রেণির ছাত্র। খুনের জেরে অগ্নিগর্ভ স্কুল চত্বর। ভাঙচুর চলে স্কুলে। স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরতেই চার-পাঁচজন ছেলে নয়নকে ঘিরে ধরে মারধর করে এবং অভিযুক্ত ছুরি বের করে নয়নের পেটে চালিয়ে দেয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। মোদিরাজ্যে এটাই এখন স্কুল চত্বরের চিত্র হয়ে উঠেছে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 August, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৬০৯ গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) এদিন তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন। সান মার্কোর বেল টাওয়ারে যন্ত্রটি বসিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে উত্তল ও অবতল লেন্স ব্যবহার করে অতি দূরের জিনিসও দেখা যায়। মূলত এই আবিষ্কারের সুবাদে তাঁকে 'পর্যবেক্ষণভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।

২০০৬ বিসমিল্লা খানের (১৯১৬-২০০৬) সানাই এদিন চিরস্তব্ধ হয়ে গেল। সানাইয়ের সুরে মাতিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা লাভের লগ্ন। যখন লালকেল্লায় প্রথম উড়েছিল ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, তখন সেই আনন্দপ্রহরে ওই কেল্লায় বেজেছিল তাঁরই সানাই। ২০০১-এ ভারতরত্ন পান। এর আগে পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণে সম্মানিত হন। শেষ ইচ্ছা ছিল নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটে সানাই বাজাবেন। সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

১৮৯৭ ফেলিক্স হফম্যান (১৮৪৮-১৯৪৬) এদিন 'হেরোইন' আবিষ্কার করেন। এর কয়েক দিন আগে এই জার্মান রসায়নবিদ আবিষ্কার করেছিলেন 'অ্যাসপিরিন'। লক্ষণীয়, হেরোইন ও অ্যাসপিরিন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। প্রথমটি ক্ষতিকারক কিন্তু দ্বিতীয়টি মানুষের উপকারে লাগে। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী অ্যাডলফ বেয়ারের সুপারিশে হফম্যান বেয়ার কোম্পানিতে কাজ পান।

সেখানকার গবেষণাগারেই তাঁর এই দুটি আবিষ্কার। অকৃতদার এই বিজ্ঞানী ১৯২৮-এ অবসর নিয়ে জনজীবন থেকে বেমালুম উধাও হয়ে যান। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার সময়েই সুইজারল্যান্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৭৮ বিনু মাঁকড় (১৯১৭-১৯৭৮) এদিন মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আসল নাম মুলবন্তরাল হিম্মতলাল মাঁকড়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে ভারতের হয়ে ৪৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৪১৩ রান করে বিশ্বরেকর্ড করেন। ৫২ বছর সেই রেকর্ড অটুট ছিল।

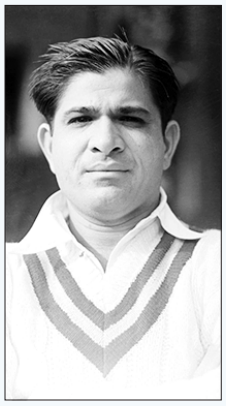

১৯৮৬ ইয়ান বোথাম এদিন টেস্ট ক্রিকেটে ৩৫৬তম উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এর আগে ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে তাঁর খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তারপর এরকম রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী থেকেছিল ওভাল। নিউজিল্যান্ডের জেফ ক্রোকে এলবিডব্লু করার ফলে এই পালক যুক্ত হয় ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডারের মুকুটে। অবসর গ্রহণের সময় বোথামের ঝুলিতে ছিল ৩৮৩টি উইকেট। পরে অবশ্য এই রেকর্ড ভেঙে যায়।

১৯৭২ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন এদিন ভারতে পাশ হয়। এর আগে এদেশে কেবল পাঁচটি ন্যাশনাল পার্ক ছিল। এই আইনের ফলে নির্দিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ন্যাশনাল পার্কের সংখ্যা বেড়ে শতাধিক হয়। বিভিন্ন প্রাণীর শিকার বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। ২০০২-এ আইনটি সংশোধন করে আরও কঠোর করা হয়। ফলে আইনভঙ্গকারীদের এখন কঠিনতর শাস্তির মুখে পড়তে হয়।

পাটির কর্মসূচি

বৈদ্যবাটির ২ ও ১৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তা পরিদর্শনে পুরকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন পুর পারিষদ সুবীর ঘোষ, পুর প্রতিনিধি অভিজিৎ দত্ত ও পৌষালি ভট্টাচার্য।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮০

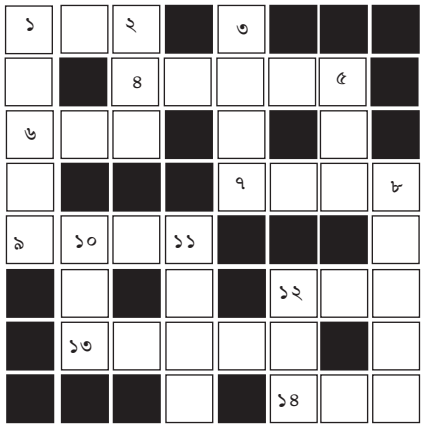

পাশাপাশি : ১. মেহনতি মানুষ ৪. জগৎ, সৃষ্টি ৬. সংকল্প ৭. বড়ো দারোগা ৯. পারদ ১২. ঘষা, মার্জন ১৩. একাদশীর দিন ১৪. বিনিয়োগ, টাকা ইত্যাদি খাটানো।

উপর-নিচ : ১. ভূমিহীন চাষি ২. লাভ, পাওয়া ৩. দুই প্রকারে ৫. নদীবিশেষ ৮. প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষায় নিযুক্ত অংশ ১০. সংশয়, অনিশ্চয়তা ১১. দরজি ১২. অতি বড়ো—না পায় ঘর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৭৯ : পাশাপাশি : ১. কোণঘেঁষা ৩. দর্দুর ৫. লতা ৭. বছর ৮. ফাজিল ১০. মান্না দে ১২. হংস ১৪. নভ ১৭. চিরাগ ১৮. ইন্দ্রসুত। **উপর-নিচ :** ১. কোমল ২. ষাড়ব ৩. দফারফা ৪. রথী ৬. তামান্না ৯. জিরেন ১১. দেহত্যাগ ১৩. সরাই ১৫. ভণিত ১৬. সাঁচি।

২০ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১১৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১১৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.০৬	৮৬.৫৫
ইউরো	১০২.৭৯	১০০.৮৬
পাউন্ড	১১৮.৮৪	১১৬.৭৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শুভশ্রী

■ ইমন, সঙ্গে মনোময়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মগরাহাট থানার আমড়াতলায় মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা। হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ

আমার শহর

21 August, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২১ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ৫০ লক্ষ পার, ১৫ দিনেই হল নজির

প্রতিবেদন : মাত্র ১৫ দিনেই নজির গড়ল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জনতার হাতে উন্নয়নের ভার তুলে দিতে নয়া এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। সেই কর্মসূচি এক পক্ষ কাল সময়েই ৩০ হাজারেরও বেশি পাড়ায় অনুষ্ঠিত হল। ৮,৫০০ হাজারেরও বেশি ক্যাম্পে ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ যথার্থ অর্থেই সফল করে তুলল আাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিকে।

নতুন এই কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার প্রতি বুথের উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। সেই টাকায় বুথের কোন উন্নয়নমূলক কাজ হবে, তা ঠিক করবেন জনতাই। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতেও প্রশাসনকে যেভাবে মানুষের দরবারে পৌঁছে

দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' বুথে বুথে সাড়া ফেলে দিয়েছে। ১৫ দিনে ৫০ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি নজর কেড়েছে শিবিরে। সেই সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই উদ্যোগে মানুষ ঠিক করছেন কী দরকার তাঁদের নিজেদের পাড়ার জন্য। এটি অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা এবং মানুষের কণ্ঠস্বরের শক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক উন্নয়নের পথ। এই উন্নয়নের পথে টার্গেট নেওয়া হয়েছে, রাজ্যে এই প্রকল্পে কভার করা হবে ৮০,৬৮১টি বুথ। মোট ক্যাম্প করা হবে ২৮,৭৫৩টি। মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩০ হাজার বুথ কভার করা হয়েছে। ৮৫০০টির বেশি ক্যাম্পে মানুষ এসেছেন ৫০, ০০,০০০-র বেশি। এটি একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির সাফল্য প্রমাণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষের জন্য, মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে।

আইএনটিটিইউসির উদ্যোগ বেতন বাড়ল কর্মচারীদের

■ ডেপুটি লেবার কমিশনারের দফতরে শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, হাওড়া : সুখবর হাওড়ার শালিমারে বার্জার পেন্টস কারখানার কর্মীদের জন্য। এবার আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে হাওড়ার শালিমারে বার্জার পেন্টস কারখানার ১৫০ জন শ্রমিকের বেতন বাড়ছে। প্রতি মাসে প্রায় ৩ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হল। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় এই নিয়ে সরব হয়েছিল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। এদিন হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাসের তত্ত্বাবধানে এই নিয়ে ডেপুটি লেবার কমিশনারের অফিসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। আলোচনায় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। ৯এ অ্যাক্ট তুলে দিয়ে আগামী ৫ বছরের জন্য ত্রিপাক্ষিকভাবে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর চুক্তির ফলে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি মাসে প্রায় ৩ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হল। হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস জানান, এর ফলে এখানকার প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারী উপকৃত হবেন। নতুন বেতন বৃদ্ধি চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে ধার্য করা হয়েছে। বকেয়া বর্ধিত বেতনের মোট ১৩ হাজার টাকাও শ্রমিকদের শীঘ্রই মিটিয়ে দেবেন কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি-সহ আমাদের সমস্ত দাবিগুচ্ছই মেনে নেয় কর্তৃপক্ষ। আমরা কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি কার্যকর হতে চলায় বেজায় খুশি তাঁরা।

পড়ুয়ার নিথর দেহ ফিরল দেউলটির বাড়িতে

সংবাদদাতা, হাওড়া : বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কর্শিয়াংয়ে রহস্যজনক মৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার। বুধবার বাগনানের বাড়িতে এল মৃত পড়ুয়া সপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়ের (২২) নিথর দেহ। এদিন সকালে তাঁর মরদেহ দেউলটির সামতার বাড়িতে দেহ এসে পৌঁছোতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা কেয়া চট্টোপাধ্যায়। সপ্তনীলের বাবা ইন্দ্রনীল বলেন, আমার আবেদন, আমার ছেলে যেন সঠিক বিচার পায়। যে ৪ জন বান্ধবী ও এক বন্ধুর সঙ্গে সপ্তনীল কার্শিয়াং গিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সপ্তনীলের বাবা জানাচ্ছেন, সপ্তনীলের কার্শিয়াং বেড়াতে যাওয়ার কথা তাঁরা কেউই জানতেন না। এই ঘটনার খবর শুনে স্তম্ভিত এলাকার মানুষও। তাঁরা বলছেন, সপ্তনীল ছাত্র হিসেবেও খুব মেধাবী ছিল। কলকাতার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছিল। এমন ঘটনা কী করে ঘটতে পারে তা বুঝে উঠতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারাও। শিবপুর শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য করা হয়।

উলুবেড়িয়ার হীরাপুর অঞ্চলে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। রয়েছেন জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া-সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

■ বুধবার বারাসত ১ নং ব্লকের পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি, বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, প্রধান, উপপ্রধান-সহ সদস্যরা।

রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : বুধবার রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে অন্যান্য জেলার মতোই রাজ্যসরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির প্রচার ও প্রসার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে সকলের অংশগ্রহণ, বুথে বুথে নিবিড় জনসংযোগে জোর দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভাপতি সুব্রত বক্সি। বিশেষ করে বিজেপি যেসব এলাকায় জিতেছে সেখানে দলকে আরও জোরালোভাবে নামতে বলা হয়েছে। নদিয়া জেলার বহু এলাকায় মতুয়া ভোট রয়েছে। সেখানেও দলের স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি, সাংসদ, বিধায়কদের আরও বেশি করে জনসংযোগ এবং তাঁদের পাশে থেকে অভাব-অভিযোগ শুনে সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জেলার অনেকটাই সীমান্তবর্তী এলাকা। সেখানকার মানুষজনের সুযোগ-সুবিধা, অভাব অভিযোগেও নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ, সঙ্ঘবদ্ধভাবে দলের ও সরকারের কাজ করতে হবে।

বার্ষিক আয়-ব্যয়, ২৩ পুরসভার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান রাজ্যের

প্রতিবেদন : বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব জমা না দেওয়ায় রাজ্যের ২৩ পুরসভার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই বাকি থাকা প্রতিটি বছরের 'অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস' জমা করতে হবে। না হলে তাদের বিরুদ্ধে বিধিমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাঁথি, কাঁচরাপাড়া, মাল, বনগাঁ, উত্তর দমদম, ধূপগুড়ি, রিষড়া, মুর্শিদাবাদ, আসানসোল-সহ একাধিক পুরসভা কয়েক বছরের হিসেব জমা দেয়নি। রাজপুর-সোনারপুর, ফালাকাটা, গয়েশপুর, হলদিয়া, হালিশহর, রানাঘাট, তাম্রলিপ্ত, দাঁইহাট ও তাহেরপুর নোটিফায়েড এরিয়ার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে।

এর মধ্যে মিরিক নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সর্বাধিক ১৭ বছর হিসেব জমা দেয়নি। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এবং বাদুড়িয়া পুরসভা-র ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে। এবার সেপ্টেম্বরকে সময়সীমা ধরেই চাপ বাড়িয়েছে পুরদফতর। ভবিষ্যতে সমস্যা এড়াতে প্রতিদিন অনলাইনে ক্যাশবুক আপডেটের পরিকল্পনা করছে রাজ্য।

সতর্কবার্তা জারি

প্রতিবেদন : রাজ্যপালের নাম করে সাইবার প্রতারণার ঘটনায় সতর্কবার্তা জারি করল রাজভবন। দেখা গিয়েছে, প্রতারকরা নিজেদের রাজ্যপালের দফতরের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ফোনকল, ইমেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তার মাধ্যমে টাকা দাবি করছে। নানা প্রলোভন বা মিথ্যা অজুহাতে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলাই এই জালিয়াতদের লক্ষ্য। রাজ্যপালের দফতর জানিয়েছে, কারও কাছে টাকা দাবি করা হয় না। ব্যক্তিগত তথ্য বা আর্থিক সহায়তার দাবি জানানো বার্তা সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং প্রতারণার অংশ। নাগরিকদের জন্য রাজভবনের পরামর্শ, সন্দেহজনক বার্তার ক্ষেত্রে প্রথমেই সরকারি সূত্রের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করতে হবে। অচেনা ফোনকলের জবাবে ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার করবেন না।

আরজি করের মৃতার বাবার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

প্রতিবেদন : আরজি করের মৃতা ডাক্তারি পড়ুয়ার বাবার বিরুদ্ধে বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানহানির মামলা করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এক, সিবিআই ঘুষ খেয়ে তদন্ত বিকৃত করেছে। দুই, রাজ্য সরকার সেই টাকা দিচ্ছে। তিন, সিজিওতে গিয়ে কুণাল ঘোষ সেটল করেছে— এই তিন চূড়ান্ত আপত্তিকর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা। কুণাল বলেন, ওনার কাঁধে বন্দুক রেখে কেউ বা কারা এসব বলাচ্ছে। আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান রয়েছে। কিন্তু আপনাদের ঘিরে যে রাজনীতি হয়েছে, সেই রাজনীতির পাকে-চক্রে পড়ে আপনারা যে কুৎসা-অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তার প্রতিবাদেই মামলা। তাই তৈরি হয়ে আসবেন। কোর্টে দেখা হবে।

গত মঙ্গলবার আরজি করের মৃতা ডাক্তারি পড়ুয়ার বাবাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন কুণালের আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী। চারদিনের মধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে এহেন বক্তব্যের জন্য ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। সেই সময়সীমা শেষ হতেই মানহানির মামলা দায়ের করা হল।

■ কুলপি থানার কুলপি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, এসডিও অঞ্জন ঘোষ, বিডিও সৌরভ গুপ্ত, সুপ্রিয় হালদার, বন্দনা কর্মকার প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

21 August, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিহাস জানে

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। যেভাবে সংবিধান সংশোধন করে তারা দেশের উপর সুপার ইমার্জেন্সি চাপিয়ে দিতে চাইছে, তাতে পরিষ্কার, মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। জনসমর্থন নেই বুঝে ঘুরপথে ক্ষমতায় থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, কোনও কিছুকেই আর রেয়াত করতে চায় না মরিয়া মোদি-শাহরা। এখন তারা চক্ষু-লজ্জাহীন। বিজেপি দুটি কারণে এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। প্রথমটি হল, এসআইআরে প্রতিবাদ দেশ জুড়ে যেভাবে ডালপালা মেলছে তাতে পরবর্তী সব ক'টি নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি ছাড়া অন্য কোনও চিত্র দেখা যাচ্ছে না। আদালতও বিজেপির এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রাজ্যে রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরনোর জন্য সংবিধান সংশোধনের মতো বিতর্কিত বিষয়টি সামনে এনেছে। কিন্তু বিল রাত ১০টায় সাংসদদের হাতে দিয়ে পরের দিন তা সংসদে দ্রুততার সঙ্গে পেশ করতে গিয়েও যে প্রবল প্রতিরোধের মুখে প্রথম দিনই পড়তে হয়েছে, তাতে বিজেপি সাড়ে সর্বনাশ দেখতে শুরু করেছে। একটি বিপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে আর এক বিপদের মুখোমুখি। আসলে বিজেপি দেশের সংবিধানটাকেই অস্বীকার করে। যারা সংবিধানকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে ভাগ করতে চায়, তাদের পরিণতি কী হয়েছে তা ইতিহাস জানে।

e-mail থেকে চিঠি

সাভারকর নাকি বীর ছিলেন!

তিনি কতটা 'বীর' ছিলেন, তা জানে একমাত্র বিজেপি-আরএসএস। কিন্তু ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা যে বরাবরই 'বিতর্কিত' ছিল— তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। হিন্দুত্ববাদীদের প্রাণভোমরা 'বিতর্কিত' সেই নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবার স্বাধীনতা দিবসের সরকারি পোস্টারেও জায়গা করে নিয়েছেন। পোস্টারটি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। সেই পোস্টারে দেখা গেছে, লালকেল্লার পটভূমিতে জাতীয় পতাকা। সামনে মহাত্মা গান্ধী, ভগৎ সিং ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি। তাঁদের সবার উপরে বিরাজমান সাভারকরের ছবি। নীচে লেখা, 'স্বাধীনতা ছিল এঁদের দেওয়া উপহার। ভবিষ্যৎ গড়াই আমাদের লক্ষ্য।' কী করে একটি সরকারি বিজ্ঞাপন-পোস্টারে জাতির জনক ও তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে 'সন্দেহজনক অভিযুক্ত' ব্যক্তির ছবি একসঙ্গে থাকতে পারে? যেন গান্ধীকে হত্যা করাটা যথেষ্ট ছিল না, এখন ওঁরা (সরকার) গান্ধীর হত্যাকারীকে মহিমান্বিত করতে চান। নিহত ও হত্যাকারীকে এক করা, এটাই এখন স্বাধীনতা দিবসের চেতনা।' কংগ্রেসের এই অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারে না গেলেও একটা প্রশ্ন বা বিতর্ক কিন্তু বছরের পর বছর থেকে যাচ্ছে। এবং তা স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের অবদান ও ভূমিকা নিয়ে। এই 'বীর' উপাধিটাও তাঁর নিজেরই দেওয়া। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগের পক্ষে ছিলেন তিনি। জানি, বিজেপি সাভারকরের 'মহান' ভূমিকাকে তুলে ধরতে নতুন ইতিহাস গড়ার চেষ্টা করছে। এসব তারই পরিণতি। জন্মলগ্ন থেকেই বিজেপি'র মতাদর্শের মূল ভিত্তি হল হিন্দুত্ব। এই 'হিন্দুত্ব' শব্দের প্রতিষ্ঠাতা সাভারকর। এদেশে বিজেপি'র শাসনকালে তাই প্রায় সর্বত্র সাভারকরের অদৃশ্য উপস্থিতি। হিন্দুত্বের জনক ও পুরোধা হিসাবে গেরুয়া শিবিরের চোখে তিনি 'বীর', আরাধ্য ও অনুসরণীয় এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর দেখানো হিন্দুত্বের পথেই হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পথে হাঁটছে বিজেপি। সাভারকরের 'বীরগাথা' জায়গা করে নিয়েছে পাঠ্যসূচিতেও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণেও বারবার নেতাজি বা অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে সাভারকরের নাম। হিন্দুত্ববাদীদের চোখে তিনি যেন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিমূর্ত প্রতীক। তাই 'বিতর্কিত' সাভারকরকে নিয়ে এদের এত মাতামাতি।

—সইবুর রহমান, রামপুরহাট, বীরভূম

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলা-বাঙালি অস্মিতার 'চিনের প্রাচীর'

বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। এই খেলাতেই বাঙালির তাবৎ অস্মিতার প্রকাশ। এবং গোষ্ঠ পালেরও। প্রাতিস্বিক ভঙ্গিমায়। গতকালই ছিল তাঁর জন্মবার্ষিকী। ১৮৯৬ সালের ২০ অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আজ তাঁকে, তাঁর কথা স্মরণ করছেন **দেবাশিস পাঠক**

কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৯ তম জন্মবার্ষিকী পালন

প্রথম দেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। প্রথম আলাপে তিনি পর্যন্ত বলে উঠেছিলেন, ''তুমিই তা হলে সেই চিনের প্রাচীর গোষ্ঠ পাল!''

গোষ্ঠ পাল নামটার সঙ্গে 'চিনের প্রাচীর ' শব্দবন্ধের সার্বিক অভিযোজন এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

কী ভাবে শুরু হয়েছিল এই নামকরণ পর্ব? এ বিষয়ে দুটি মতামত জানা যায়।

এক, তাঁর খেলা দেখে ভক্তরাই একটা সময় ডাকতে শুরু করেন ওই নামে। আর অন্য তত্ত্বটা হল, রোভার্স কাপে গোষ্ঠ পালের খেলায় মুগ্ধ এক ইংরেজ সাংবাদিক বলে ফেলেছিলেন, ''হি ইজ় অ্যাজ় সলিড অ্যাজ় দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না।'' এর পরে 'দ্য ইংলিশম্যান' সংবাদপত্রে গোষ্ঠ পালকে তিনি 'দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না' বলে উল্লেখ করেন।

সেই শুরু। ১২৯ বছর পার হয়ে গেলেও সেই নাম একটুও ফিকে হয়ে যায়নি।

অতুল্য ঘোষ এক বার বলেছিলেন, ''গোষ্ঠ পাল হল, জেল না-খাটা এক স্বাধীনতা সংগ্রামী।''

সত্যিই তাই।

গোষ্ঠ পাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন মাঠের সবুজ ঘাসে। খালি পায়ে ফুটবল খেলে তিনি ব্রিটিশদের কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই দেখতে তখন মাঠে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। গুলি না চালিয়েও তিনি ইংরেজদের 'রক্তক্ষরণ' ঘটাচ্ছেন, যেটা ব্রিটিশ রাজের কাছে একটা অশনিসংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এর পরে শুরু হয় ছলে-বলে-কৌশলে মোহনবাগানকে নানা ভাবে আটকে দেওয়ার খেলা।

সাল ১৯৪৮। গোষ্ঠ পালের মা নবীন কিশোরী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় আসছেন তিনি ছেলের কাছে। গোয়ালন্দয় তাঁকে আটকায় পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ। বৃদ্ধার প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই তাঁদের। সুটকেসের তালা ভেঙে ভিতরের জিনিস ঘাঁটতে শুরু করে দেয় তাঁরা। অসহায় বৃদ্ধা হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকেন। আচমকা এক অফিসারের চোখ পড়ে সুটকেসের একটি ছবির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করেন, ছবির ওই লোকটি আপনার কে হয়? বৃদ্ধার উত্তর , ''আমার পোলা। ওর কাছেই তো যাইত্যাছি।'' শোনামাত্র ওই অফিসার নতুন তালা কিনে সুটকেসে লাগান। নিজে এসে নবীন কিশোরী দেবীকে ট্রেনের জানালার পাশে বসিয়ে দিয়ে যান। পরে ছেলেকে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''হ্যাঁ রে, তুই করস কী?'' গোষ্ঠ উত্তর দেন, ''কিসুই না। শুধু বল লাথাই।''

অথচ গোষ্ঠ পাল শুধু ফুটবলেই নয়, ক্রিকেট, হকি, টেনিসেও সমান দাপট দেখিয়েছিলেন। মোহনবাগানের হকি, ক্রিকেট দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। এক বার ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছেন। পরেছিলেন ধুতি-পাঞ্জাবি। প্রথমে বিপক্ষ দল কোনও আপত্তি জানায়নি। কিন্তু গোষ্ঠ পাল এক ওভারে দু'উইকেট নেওয়ার পর শুরু হল ঝামেলা। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের খেলোয়াড়রা বলতে শুরু করল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গোষ্ঠ পালকে ক্রিকেট খেলতে দেওয়া যাবে না। মোহনবাগানও মাঠ ছেড়ে উঠে যায়। শুধু সেই ম্যাচেই নয়, তার পরে বছর ছয়েক খেলা বন্ধ ছিল দু'দলের মধ্যে। গোষ্ঠ পাল খেলবেন এবং ধুতি পাঞ্জাবি পরেই খেলবেন। পাক্কা বাঙালি পোশাকেই সাহেবদের বিরুদ্ধে সাহেবদের খেলা খেলবেন। অস্মিতার প্রশ্নে কোনও আপস নয়।

■ ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত 'চিনের প্রাচীর'।

সন ১৯৬২। প্রথম ফুটবলার হিসেবে পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন গোষ্ঠ পাল। সেখানেও বাঙালিয়ানা পোশাক নিয়ে আপত্তি। পুরস্কার নেওয়ার সময়ে গলাবন্ধ কোট পরাটাই দস্তুর। সেটা জানার পরে গোষ্ঠ পাল রাষ্ট্রপতির আপ্তসহায়ককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁর পক্ষে গলাবন্ধ কোট পরে পুরস্কার নিতে আসা সম্ভব নয়। সেই চিঠির জবাবে আপ্তসহায়ক লেখেন, ''আপনি যে পোশাক পরেই আসবেন, মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাতেই খুশি হবেন।''এই হলেন গোষ্ঠ পাল। চলনে বলনে মননে ১০০ শতাংশ খাঁটি বাঙালি।

এবং ভারতীয়। জাতীয় সত্তা তাঁর চিন্তায় চেতনায়, সর্বাগ্রে।

১৯৩৪ সাল। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল গোষ্ঠ পালের। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে শামিল হলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। সবাই জানল, চোট পেয়ে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না।

১৯৩৫ সাল। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছে মোহনবাগান। যখনই বিপক্ষ বক্সে বল নিয়ে উঠছেন মোহনবাগানের ফুটবলাররা, রেফারি বাঁশি বাজিয়ে থামিয়ে দিচ্ছেন। একটা সময় আর সহ্য হয়নি গোষ্ঠ পালের। দলের সবাইকে নিয়ে মাঠেই শুয়ে পড়লেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, আর খেলবেন না। তৎকালীন আইএফএ-র সাহেব কর্তারা ব্যাপারটা ভাল ভাবে নেননি। তদন্ত হল গোষ্ঠ পালের বিরুদ্ধে। এর পর সেই বছরেই যবনিকা নেমে আসে এই কিংবদন্তির ফুটবল জীবনে।

তবু কোনও আপস নয়।

১৮৪৭। দেশ স্বাধীন হল। তখন শোভাবাজারে থাকতেন গোষ্ঠ পালের পরিবার। সেদিন ইলিশ আর পায়েস রান্না করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। পাড়ার ছেলেদেরও ডেকে খাইয়েছিলেন গোষ্ঠ পাল। তিনি তখন মোহনবাগানের ফুটবল সচিব। সে বছরই দ্বিতীয়বার আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। ফাইনালে হারায় ইস্টবেঙ্গলকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুলতলিতে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে ধৃত প্রতিবেশী। পকসো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্তে পুলিশ

রাজ্য

21 August, 2025 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২১ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

বিজেপির মহারাষ্ট্রে বাংলায় কথা বলতেই তাড়া বাংলার শ্রমিকদের

পালিয়ে বাঁচলেন বিষ্ণুপুরের জহিরউদ্দিন, ফেরাতে উদ্যোগী অভিষেক

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বললেই বিজেপির রাজ্যে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলার শ্রমিকদের। নাগপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মুখে বাংলা কথা শুনে তাড়া করল বিজেপির পুলিশ প্রশাসন। কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলেন তিনি। এরপর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিজেপি-রাজ্য মহারাষ্ট্রের নাগপুরে তিনমাস আগে দর্জির কাজে গিয়েছিলেন জহিরউদ্দিন ফকির। বাড়ি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ গৌরীপুর গ্রামে। বাংলায় কথা বলায় বেশ কিছুদিন ধরেই মহারাষ্ট্রের পুলিশ তাঁকে টার্গেট করেছিল। তাড়া খেয়ে পালিয়ে-পালিয়ে কাটাচ্ছিলেন জহিরউদ্দিন। ভিনরাজ্যে কর্মরত ছেলেকে নিয়ে তীব্র আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ওই

বিষ্ণুপুরের শ্রমিক জহিরউদ্দিনের পরিবার।

এলাকার ১৬-১৭ জন গিয়েছিলেন কাজে। গত দু-তিন সপ্তাহ ধরে তাঁরা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছিলেন না। রাস্তায় বা দোকানে বাংলায় কথা বললেই পুলিশকে খবর দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ এসে মারধর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। তারপর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হচ্ছে। বৈধ কাগজপত্র দেখিয়েও নিস্তার নেই। কয়েকদিন আগে কারখানা থেকে এক কিলোমিটার দূরে বাজার করতে গিয়েছিলেন শ্রমিকেরা। বাংলায় কথা বলায় পুলিশ এসে বাংলাভাষী কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচেন জহিরউদ্দিন। তারপর পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন তিনি। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খবর পেয়ে জহিরউদ্দিন ফকির-সহ পরিযায়ী শ্রমিকদের নাগপুর থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। তাঁদের কাজ করিয়ে মজুরি আটকে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্যে তাঁরা একপ্রকার বন্দিদশায় কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ জহিরউদ্দিনের জেঠু জাহাঙ্গির হোসেন ফকির, মা আমিনা বিবি ও বাবা জাকির হোসেন ফকিরের।

ইন্টারভিউয়ের দ্বিতীয় পর্বে ডাক পেলেন ৬ জন উপাচার্য পদপ্রার্থী

প্রতিবেদন : বাকি থাকা ১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বৈঠক চলবে। প্রথম দিনে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ৮ জন উপাচার্য পদপ্রার্থীকে ডাকা হয়েছিল। বুধবার দ্বিতীয় দিনে ডাক পড়েছিল আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদপ্রার্থীদের। এর মধ্যে ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাবাসাহেব আম্বেদকার বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি ইতিমধ্যে আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অন্যান্য বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেছে প্রথম পর্বে। দ্বিতীয় পর্বে এই কমিটি প্রধানকেই উপাচার্য বাছাই করার দায়িত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

জানা গিয়েছে, এর আগেও ডাকা হয়েছিল এমন তিনজনকে দ্বিতীয় পর্বে পুনরায় ডাকা হয়েছে। এছাড়াও এমন কয়েকজন আছে যাদের নাম দুটি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের বাদ দিয়ে বাকিদের আবার ডাকা হচ্ছে।

স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ

সংবাদদাতা, কোন্নগর : স্ত্রীকে খুন করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ প্রাক্তন পুরকর্মীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হুগলির কোন্নগরে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, দেনায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তা নিয়ে দাম্পত্যকলহ লেগেই ছিল। কিন্তু সেই কারণেই কি এই চরম সিদ্ধান্ত? নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোন্নগর পুরসভার প্রাক্তন কর্মী অশোক চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায়, দিদি ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোন্নগরের বাড়িতে থাকতেন। বর্তমানে কোনও কাজ করতেন না অশোক। বাজারে প্রচুর ধার হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তা নিয়ে দাম্পত্যকলহ লেগেই ছিল। মঙ্গলবার রাতেও তাঁদের মধ্যে অশান্তি হয় বলে খবর। এরপর বুধবার সকালে দিদিকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বের হন অশোক। এরপর ছোড়দিকে ফোন করে নাকি তিনি জানান স্ত্রীকে খুন করেছেন।

ঘটনার পর হতবাক অশোকের পরিবার।

এরপর সটান থানায় হাজির হন অশোক, আত্মসমর্পণ করেন। এদিকে অভিযুক্তের দিদি কাউন্সিলরদের বিষয়টা জানান। স্থানীয় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে দরজার তালা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। গ্রেফতার করা হয়েছে অশোককে। কিন্তু কেন এই খুন? দেনা নিয়ে অশান্তিই কারণ, নাকি নেপথ্যে লুকিয়ে অন্য রহস্য? জানার চেষ্টায় পুলিশ।

লাইনে জল ব্যাহত মেট্রো

প্রতিবেদন : ফের কাজের দিনে ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা। নাকাল হলেন যাত্রীরা। মেট্রোর লাইনে জল জমে থাকায় বুধবার ময়দান, রবীন্দ্র সদন, নেতাজি ভবন ও যতীন দাস পার্কে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। চূড়ান্ত হয়রানি নিত্যযাত্রীদের। বারবার পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন তুলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন যাত্রীরা। প্রসঙ্গত, গত মাসে নিউ গড়িয়া স্টেশনে থামে ফাটল দেখা গিয়েছিল। বসে গিয়েছে প্ল্যাটফর্মও। আর তাতেই আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ওই স্টেশন। শহরের লাইফলাইন মেট্রো নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। চলতি বছর বর্ষায় ২ বার মেট্রোর ট্র্যাকে জল ঢুকেছিল।

অনুদান মামলা

প্রতিবেদন : প্রতি বছরই রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক অনুদান দেয় সরকার। কিন্তু এই অনুদান নিয়ে আইনি জট পাকাতে কোনও কোনও মহল থেকে মামলা দায়ের করা হয়। এর সঙ্গে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং এই মামলা জনস্বার্থ বিরোধী। এই যুক্তিতে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে দুর্গাপুজোর অনুদান সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে মামলা খারিজের পক্ষেও জোরালো সওয়াল করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত।

কথা রাখলেন অভিষেক

‘এসপ্ল্যানেড রো ওয়েস্ট’ এখন জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল সরণি

প্রতিবেদন : কথা রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার থেকে মধ্য কলকাতার ‘এসপ্ল্যানেড রো ওয়েস্ট’ রাস্তার নতুন নামকরণ হল ‘জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল সরণি’। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অবশেষে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভার সহায়তায় তাঁর সেই উদ্যোগ সফল হল। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে এই খুশির খবর জানান তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সেলের রাজ্যের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। পোস্টে দেবাংশু লেখেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জাস্টিস পালের নাতি সুধিবিনোদ পালের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিলাম। আজ এই খুশির খবরটা তাই আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

সোমবার পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে ঢুকে ক্রমেই শক্তি হারাচ্ছে। সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হচ্ছে ফের। এর জেরে গোটা রাজ্যেই ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় আজ থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইবে। উত্তরের উপরের দিকে জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলতে থাকবে। শনিবার ও রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা ও দুই দিনাজপুরে। তবে বৃষ্টি হলেও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকায় অস্বস্তি থাকবে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মুর্শিদাবাদ নদিয়া পূর্ব বর্ধমান উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে। তবে শনিবার ও রবিবার উপরের দিকের জেলাতে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি কোনও কোনও জায়গায় হতে পারে।

আঠাশে অগাস্টের প্রচারে দক্ষিণ হাওড়ায় দেওয়াল লিখলেন টিএমসিপি কর্মীরা। ছিলেন হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ গোলাম মোরসেলিম, দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র আইএনটিটিইউসির সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত, হাওড়া সদর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি শুভাশিস ঘোষাল, ছাত্রনেতা সেখ সঈফ রহমান-সহ অন্যরা।

ডায়মন্ড হারবার ২ ব্লকের কামারপোল অঞ্চলে তিনটি পাড়া নিয়ে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি। ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মইদুল ইসলাম, বিডিও সুদীপ্ত অধিকারী-সহ অন্যরা।

পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতির নির্দেশে কুসুমদা গ্রামের ক্যানসার আক্রান্ত কালু বিশইকে টাকা ও দু'বস্তা চাল সাহায্যের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের পক্ষে সরকারি পরিষেবার আশ্বাস দেওয়া হয়

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শনে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : হুগলির উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির অগ্রগতি বুধবার খতিয়ে দেখলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শিবিরে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। শিবিরে কীভাবে কাজ হচ্ছে তাও খুঁটিয়ে জেনে নেন পুরমন্ত্রী। পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান রাজ্যের প্রতিটি বুথে মানুষের সমস্যা চাহিদা শুনে তার সমাধান করছে। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অভিনব ঘটনা। হয়তো আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার এটাই করবে, যেমন ভাবে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প দেখে তারা শিখেছে। এটা মানুষের খুব উপকারে লাগছে। কারণ মানুষ তৃণমূলস্তরের যে সমস্যা সেগুলো তুলে ধরছেন এবং তার মাধ্যমে সমাধান হচ্ছে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। এখানে কোনও চমকের দরকার নেই। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি। তাই পরীক্ষার সময় পড়াশোনা করার দরকার পড়ে না। সারা বছরই যেহেতু আমরা মানুষের পাশে থাকি তাই আমাদের চমক দেওয়ার দরকার পড়ে না। এদিন তিনি শিবিরে কর্মীদেরও উৎসাহ দেন।

■ উত্তরপাড়ায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে বক্তব্য রাখছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার।

জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে পরীক্ষা কর্মীদের নিয়ে বৈঠকে সংসদ সভাপতি

সংবাদদাতা, হুগলি : জাতীয় শিক্ষানীতি মেনেই চলতি বছর থেকে শুরু হয়েছে সেমিস্টার নিয়মে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পরীক্ষা। কীভাবে এই পরীক্ষা পুরোটা পরিচালন করা হবে সেই নিয়ে এই দিন প্রশাসনিক বৈঠক হল চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, সংসদ সচিব প্রিয়দর্শনী মল্লিক ও জেলা পরিষদের শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ তথা মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি মেনে চলতি বছরে পুজোর আগেই উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার ও পরের বছর মার্চে চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষা হবে। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী নতুন নিয়মে পরীক্ষা দিতে পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই কারণেই শিক্ষা দফতরের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধি ও কর্মীদের নিয়ে বৈঠক হয়। কোথায় কোথায় পরীক্ষা কেন্দ্র হবে, কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবে সেই নিয়েও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় এ দিনের বৈঠকে। এবারেই প্রথম ওএমআর সিট দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়।

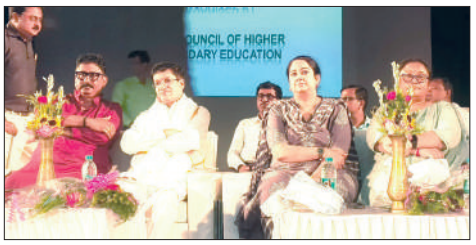

■ চুঁচুড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, প্রিয়দর্শিনী মল্লিক, সুবীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালির উপর হামলার প্রতিবাদে হুগলির জাঙ্গিপাড়ার মুণ্ডলিকায় সভা। রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

■ বুধবার কাঁচরাপাড়া উদ্বোধিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জন প্রতিনিধিরা।

■ কাকদ্বীপে নেতাজি গ্রাম পঞ্চায়েতের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। বুধবার।

■ মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিডিও অভিনন্দন ঘোষ ম্যাপ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানাচ্ছেন।

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ২ ও ১৯ নং ওয়ার্ডের রাস্তা পরিদর্শন করলেন পুরসভার আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন পুরপারিষদ সুবীর ঘোষ। তিনি বলেন, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। রাস্তা পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরসদস্য অভিজিৎ দত্ত, পৌষালি ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

শিশুকন্যাকে খুনে পুলিশের জালে মা ও তার প্রেমিক

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করলেন মা ও তার প্রেমিক। ঘটনার তদন্তে নেমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত নাজিরা বিবি ও প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের কাট্রেনীকন্যা থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুকে হত্যা করা হয়। প্রথমে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে জানালেও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে আসল রহস্য। নাজিরা ও তাজউদ্দিন স্বীকার করেছেন, স্বামীর ঘর ছেড়ে নতুন করে সংসার গড়তে গিয়েই সন্তানকে পথে বাধা মনে হয়েছিল। সেই কারণেই শিশুকে আছাড় মেরে খুন করে তারা। পরে অন্ধ্রপ্রদেশেই ময়নাতদন্তের পর কবর দেওয়া হয়। সরিষা কামারপোল গ্রামের বাসিন্দা আজাহার লস্কর থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী নাজিরা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ তাজউদ্দিনকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে জানান, প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করার জন্যই মা নিজেই সন্তানের হত্যায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে নাজিরা অন্তঃসত্ত্বা এবং দাবি করেছে তার গর্ভে থাকা সন্তান তাজউদ্দিনের। এদিকে, নিহত শিশুর বাবা আজহার লস্কর ও তাঁর পরিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

■ সাংবাদিক বৈঠকে এসপি মিতুনকুমার দে।

ধর্মতলায় ধরনা নাকাল যাত্রীরা

প্রতিবেদন : নওশাদ সিদ্দিকির কর্মসূচির জেরে ধর্মতলায় প্রবল হয়রানির শিকার হতে হল যাত্রীসাধারণকে। পুলিশি অনুমতি ছাড়াই বুধবার ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধর্নায় বসার চেষ্টা করেন নওশাদরা। ফলে ধর্মতলায় যানজট তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীরা ধরনার জন্য ত্রিপল টাঙানোর চেষ্টা করতেই পুলিশ বাধা দেয়। ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আইএসএফ সমর্থকেরা।

পুশব্যাক নিয়ে উদ্বিগ্ন উচ্চ আদালত

প্রতিবেদন : বীরভূম জেলার ধিটোরা গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশে পুশব্যাকের ঘটনায় বুধবার উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। যাঁদের খোঁজ মিলছে না, তাঁদের মধ্যে দু'জন নাবালক। যদিও এই সংক্রান্ত মামলা আপাতত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় এই মামলার শুনানি মুলতবি রেখেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চ জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে এই ইস্যুতে একাধিক মামলা বিচারাধীন। তাই হাইকোর্টে শুনানি মুলতবি থাক। সম্প্রতি পুশব্যাক ইস্যুতে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর আইনজীবীর দাবি, এই ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে একটি মাইগ্র্যান্ট লেবার বোর্ড। তারাই হোম মিনিস্ট্রির মেমোর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এদিন আদালতে কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী জানান, এই মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও দুটি মামলা দিল্লি হাইকোর্টে বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্ত ভূষণের বেঞ্চ ৮টি রাজ্যকে নোটিশ পাঠিয়ে মাইগ্র্যান্টদের নিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চেয়েছে। ২৯ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে মূল মামলার শুনানি। তার প্রেক্ষিতে আদালত ১০ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহানন্দায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে বুধবার সাতসকালে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহ শহরের ৮নং ওয়ার্ডের মিশনঘাট ধোবাপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, এদিন এলাকার বাসিন্দারা নদীতে একটি ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পান

আমার বাংলা
21 August, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

প্রতিবাদে সরব

■ বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে ধিক্কার-মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হল দক্ষিণ দিনাজপুরের পাতিরামে। বুধবার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সুদীপ রাহা, জেলা যুব সভাপতি অম্বরিশ সরকার, মৃণাল দেবনাথ, গৌতম দাস।

প্রতিবাদে জখম

■ দিনের পর দিন মাকে অত্যাচার বাবার। সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিল যুবক। ব্লেড নিয়ে সৎ ছেলেকে আক্রমণ প্রৌঢ়র। ঘটনার পর টাকা-পয়সা নিয়ে চম্পট দেয় ওই প্রৌঢ়। শিলিগুড়ির ঘটনা। আক্রান্ত যুবকের নাম দীপক বর্মন। অভিযুক্তর নাম ভবেন্দ্র নাথ বর্মন। ঘটনার পরি পুলিশের কাছে সৎ বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই যুবক। অভিযুক্তের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

কার্যালয়ের উদ্বোধন

■ নয়া কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর। বুধবার নতুন ভবনের উদ্বোধনের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে। দুঃস্থ পড়ুয়াদের দেওয়া হয় রেনকোট। উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, এডিসিপি অভিষেক মজুমদার-সহ অন্য পুলিশ কর্তারা।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

■ ডুয়ার্সে ফের খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। বুধবার সকালে মালবাজার ব্লকের নেপু চাপুর চা বাগানে বনদফতরের পাতানো খাঁচায় ধরা পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। এতে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন চা-বাগানের শ্রমিক ও আশপাশের গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুমুলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই চা-বাগান এলাকায় কয়েকদিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল চিতাবাঘটি। শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বনদফতরের কর্মীরা শনিবার বাগানের ৫০ নম্বর সেকশনে রাস্তার ধারে খাঁচা বসান। টোপ রাখা হয়েছিল একটি ছাগল। বুধবার সকালে সেই খাঁচাতেই আটকা পড়ে যায় চিতাবাঘটি।

বাংলার বাড়ি ফিরিয়ে দুঃস্থ পরিবারকে পাইয়ে দিলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: একচিলতে ছোট্ট ঘর। টিনের চাল বেয়ে পড়ে বৃষ্টির জল। বাংলার বাড়ির তালিকায় নাম রয়েছে, বাড়ি পেয়েও ফিরিয়ে দিলেন আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের বিবেকানন্দ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত। শুধু তাই নয়, ওই বাড়ি তিনি গ্রামের এক দুঃস্থ পরিবারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সততার প্রশংসা করেছেন বিরোধীরাও। আবাস যোজনা থেকে নিজের নাম কেটেই বসে থাকেননি, ওই ঘরটি এলাকারই এক গরিব পরিবারের নামে পাইয়েও দিয়েছেন। এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিন পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার আগে নিয়ম করে নিজের এলাকার ১২/১৬০ নং বুথ পরিদর্শন করেন। মানুষের সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলেন। আর প্রধানের এই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার অধিকাংশ মহিলা প্রধানের সঙ্গে জঞ্জাল আপসরণ, নিকাশি নালা পরিষ্কারের মতো কাজে সহযোগিতা করেন। এমনকি এলাকায় রাত-বিরেতে কেউ অসুস্থ হলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পৌঁছে যান প্রধান মণিকা। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। স্বামী স্বপন পণ্ডিত একটি লাইব্রেরির অস্থায়ী কর্মী। অভাবের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয় তার সংসার। ঘরের চাল ফুটো, বৃষ্টির জল চুঁয়ে পড়ে, তা সত্ত্বেও নিজের আবাস যোজনার ঘর অন্যেকে দিয়ে নজির গড়েছেন আদ্যপান্ত সৎ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মণিকা। এই প্রসঙ্গে মণিকা বলেন, গ্রামের মানুষ আমাকে ভরসা করেছেন। তাঁদের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব। আমার বাড়ি না থাক, গ্রামবাসীদের যেন সমস্যা না থাকে। তাই বাড়ি ফিরিয়ে এলাকারই এক দুঃস্থ পরিবারকে ওই বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

■ এলাকায় নিজেই মশা মারার ওষুধ স্প্রে করছেন পঞ্চায়েত প্রধান মণিকা পণ্ডিত।

ইটাহারে রাস্তা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : প্রায় তিন কিলোমিটার পেভার্স ব্লক রাস্তার কাজের সূচনা করলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ইটাহার পঞ্চায়েতের পোরসা রাজ্য সড়ক থেকে পাইক পাড়া-সহ একাধিক গ্রামে পাকা রাস্তার অবস্থা বেহাল। মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন দফতর ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে।

■ সূচনায় বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

সেনাবাহিনীর স্টিকার দেওয়া গাড়িতে কাঠ পাচার, ধরে ফেলল বনদফতর

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : সেনাবাহিনীর স্টিকার লাগানো ট্রাকে করে কাঠ পাচারের ছক কষেছিল কাঠ মাফিয়ারা। কিন্তু বন দফতরের তাৎপরতায় ভেস্তে যায় পাচার। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিনস্থ নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শ্যামল মণ্ডলের নেতৃত্বে মারাখাতা বিটের কাছে লালচাঁদ পুর এলাকায় ওঁৎ পাতে বন কর্মীরা। রাত দুটো চল্লিশ নাগাদ রায়ডাক চা বাগানের দিক থেকে একটি ট্রাক আসতে দেখে সেটিকে থামান বনকর্মীরা। দেখা যায় সেই ট্রাকের উইন্ডস্ক্রিনে অন ডিউটি আর্মি লেখা স্টিকার লাগানো। বনকর্মীরা গাড়িটি তলাশি করতে গেলে অন্ধকারে পালিয়ে যায় চালক। এরপর গাড়িটি তল্লাশি করতেই বেরিয়ে আসে বেশ কয়েকটি বড় বড় সেগুন গাছের লগ। এরপর গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যায় বন দফতর। ঘটনাটি নিয়ে শামুকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বন দফতর। বাজেয়াপ্ত কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

■ আটক করা হয়েছে গাড়িটি। উদ্ধার বহুমূল্যের সেগুন কাঠ।

দোষী সাব্যস্ত

■ জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার পকসো মামলায় অভিযুক্ত রাজেশ ছেত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করল বিশেষ আদালত। ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই প্রেমনগর লাইনের দেবপাড়া টি গার্ডেন এলাকার এক মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁর ৬ বছরের শিশুকন্যাকে নির্যতন করে প্রতিবেশী রাজেশ ছেত্রী। পকসো আইন ২০১২-এর ধারা ৪ অনুসারে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তভার গ্রহণ করেন এসআই সুখি দর্জি। অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ। বুধবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালত অভিযুক্ত রাজেশ ছেত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। জরিমানা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত ২ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

আশার আলো শ্রমশ্রী, শিবিরে বলছেন শ্রমিকরা

সংবাদদাতা,মালদহ : পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পের ঘোষণার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞা জানিয়ে ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসছেন শ্রমিকরা। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই যে শ্রমিকরা রাজ্যের উদ্যোগে ফিরেছেন তাঁরা নাম নথিভুক্ত করছেন 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে। বুধবার মালদহের চাঁচল ১ ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাপুর প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' শিবিরে ছিল সেই চিত্র। সরকারি সুবিধা পেতে প্রত্যেকে নিয়ে আসছেন প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পূরণ করছেন আবেদন পত্র। একই সঙ্গে একাধিক সামাজিক প্রকল্পের পরিষেবাও মিলছে এই শিবির থেকে। শ্রম দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ শিবিরে দেখা গেল পরিযায়ী শ্রমিকদের উচ্ছ্বাস— অনেকেই জানালেন, দীর্ঘদিন বাইরে কাজ করেও সঞ্চয় নেই, এখন গ্রামে ফিরে সংসার চালানোই চ্যালেঞ্জ। এদিনের শিবির পরিদর্শনে আসেন মালদহ জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। তিনি শ্রমিকদের আবেদনপত্র পূরণে সাহায্য করেন। রফিকুল হোসেন জানান, বছরের পর বছর যাঁরা ভিনরাজ্যে শ্রম দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতেই এই প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। এখন প্রতিটি শিবিরেই বিপুল সাড়া মিলছে। পাশাপাশি 'আমার পাড়া আমার সমাধান' উদ্যোগও রাজ্য জুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। আবেদন পূরণ করতে করতে শ্রমিকেরা বলেন, শ্রমশ্রী প্রকল্প আমাদের কাছে নতুন আশার আলো।

■ শিবিরে শ্রমিকদের সহায়তায় জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন।

প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার

■ পতিরাম বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে হরিহরপুর এলাকায় রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতের পরিবার দেহ শনাক্ত করেছে। শ্যামসুন্দর বসাকের (৫৯) বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার আঙ্গিনা গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোন, আর ফেরেননি। বুধবার সকালে তার মৃতদেহ পতিরাম থানার হরিহরপুর এলাকায় পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী।

আমার বাংলা
21 August, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অগ্নি ৫ মিসাইল উৎক্ষেপণ
দিঘার আকাশে অদ্ভুত আলো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

গোধূলি বেলায় অদ্ভুত আলোয় শোরগোল পড়ে গেল সৈকতশহর দিঘায়। অদ্ভুত এই আলোকরশ্মি ক্যামেরাবন্দি করে রাখেন বহু পর্যটক। হঠাৎ এই ধরনের আলোকরশ্মি দেখে অনেকেই হকচকিয়ে যান। কী কারণে এই ধরনের আলোকরশ্মি দেখা গেল তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু হয় চর্চা। শব্দহীন এই আলোকরশ্মির দৃশ্যমানতার ঘটনা খুবই নগণ্য বলা যায়। দিঘার আকাশে এর স্থায়িত্ব ছিল প্রায় আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এর ছবি। তবে বিশেষজ্ঞদের দাবি, এটি আসলে মিসাইল উৎক্ষেপণের পরবর্তী সময়ের দৃশ্য। বুধবার ওড়িশার চাঁদিপুরে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার তরফে অগ্নি ৫ মিসাইলের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হয়। তারই এই দৃশ্য আলোকরশ্মি হিসাবে দেখা যায় দিঘার আকাশে। এই অগ্নি ৫ মিসাইল এমআইআরভি যুক্ত ব্যালাস্টিক মিসাইল। যার অর্থ মাল্টি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেবল রি এন্ট্রি ভেহিকেলস। এতদিন এই প্রযুক্তি চিন, রাশিয়া, আমেরিকার মতো দেশগুলিতে ছিল। এবার সেই মিসাইল ভারতের হাতে। বুধবার পরীক্ষামূলকভাবে এর উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল। যার ক্ষমতা পাঁচ হাজার কিলোমিটারের বেশি। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের তরফে এই অগ্নি ৫ মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণের কথা জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে প্রথমে এই অদ্ভুত আলোকরশ্মির কারণ অজানা থাকলেও পরে অগ্নি ফাইভ মিসাইলের কথা জানতে পেরে অনেকেই বিস্মিত হন। দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্রের শিক্ষা আধিকারিক বিশ্বরূপ দাস বলেন, অনেক ক্ষেত্রে উল্কাপাতের সময় আলোকরশ্মি দেখা যায়। তবে সেই আলোকরশ্মি এই আলোকরশ্মি থেকে অনেকটাই আলাদা। এটি অগ্নি ৫ মিসাইল উৎক্ষেপণে সৃষ্ট একটি আলোকরশ্মি বলে জানা গিয়েছে।

দুর্গাপুরে আইটি শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিজেও সচেষ্ট হবেন জানালেন ফিরহাদ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে নতুন করে শিল্প সম্ভাবনার কথা বললেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তবে এবার দুর্গাপুরে আইটি শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বললেন তিনি। দুর্গাপুরে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সংস্কার হওয়া প্রধান ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এসে তিনি এ কথা বলেন। আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট বণিক সভার সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দুর্গাপুরে নতুন কী ধরনের শিল্প গড়ে তোলা যায় এবং শিল্পের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, দুর্গাপুর স্টিল সিটির পাশাপাশি হেলথ সিটির তকমা পেয়েছে। তবে দুর্গাপুরে আইটি শিল্পের সম্ভাবনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তিনি। ইতিমধ্যেই বেসরকারি সংস্থা

■ আড্ডার প্রধান ভবনের সূচনায় ফিরহাদ হাকিম।

পিনাকেল ইনফোটেক একটি বড় আইটি হাব গড়ে তুলছে দুর্গাপুরে। ওয়েবেলের একটি ছোট্ট পুরনো আইটি ইউনিট রয়েছে। মন্ত্রী এদিন জানান, বহুজাতিক আইটি সংস্থা টাটা, ইনফোসিস, উইপ্রোকে আমরাই প্রথম এ রাজ্য এনেছিলাম। বর্তমান রাজ্য সরকার আইটি শিল্পকে অনেকটাই এগিয়ে এনেছে। আগামী দিনের দুর্গাপুরে এই শিল্প সম্ভাবনার জন্য তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন বলেও জানিয়েছেন। এরপর তিনি দুর্গাপুর নগর নিগমের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে বেশ কয়েকজন পুরকর্মীকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করেন। সাত বছর ধরে দুর্গাপুর নগর নিগমের ভোট না হওয়ার বিষয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য, এটি পুরোপুরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

ডেকরেটর্স মালিককে পিটিয়ে খুনে তিন আসামির যাবজ্জীবন কারাবাসের রায়

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : এক কর্মীকে নগদ টাকা ও মোবাইল চুরির অভিযোগে কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ডেকরেটার্স মালিক। সেই ঘটনা মেনে নিতে না পেরে ভাই ও কাকাকে সঙ্গে নিয়ে খোদ মালিককেই পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল সেই কর্মীর বিরুদ্ধে। ৪

■ ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ।

বছর পর সেই ঘটনায় ওই কর্মী-সহ ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করল বাঁকুড়া জেলা আদালত। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে ওন্দা থানার মালপুর গ্রামে ডেকরেটার্স মালিক কালোসোনা রায়ের মোবাইল ও বেশ কিছু টাকা চুরি যায়। চুরি করেছে তাঁরই ডেকরেটর সংস্থার এক কর্মী সাগর মাঝি, এই অভিযোগে সাগরকে পরের দিন থেকে কাজে আসতে নিষেধ করে দেন কালোসোনাবাবু। এতেই সাগর মাঝির রাগ গিয়ে পড়ে কালোসোনাবাবুর উপর। তার পরেই নিজের ভাই গঙ্গা মাঝি ও কাকা প্রশান্ত মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে সে রড ও লাঠি দিয়ে ডেকরেটর মালিক কালোসোনা রায়কে বেধড়ক পেটায়। ঘটনায় গুরুতর

বাঁকুড়া

জখম কালোসোনাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি ওন্দা থানায় কালোসোনা খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। পুলিশ তদন্তে নেমে পরের দিনই অভিযুক্ত সাগর ও তার কাকা প্রশান্তকে গ্রেফতার করে। ১ মার্চ গ্রেফতার হয় আরেক অভিযুক্ত গঙ্গা। বিচার চলে বাঁকুড়া জেলা আদালতে। এর মধ্যে ৩ জনই জামিনে মুক্ত হয়। আদালত ১৫ জনের সাক্ষ্য ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ৩ অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে হেফাজতে নিয়ে বুধবার বাঁকুড়া জেলা আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক দেবকুমার গোস্বামী ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ৩ অভিযুক্তের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। জেলা আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন সাজাপ্রাপ্তদের তরফে তাদের আইনজীবী। তবে এই রায়ে খুশি হয়েছেন কালোসোনা রায়ের পরিবারের সদস্যরা।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের ইসিএল খনিতে মৃত্যু শ্রমিকের

সংবাদদাতা, অন্ডাল : ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে জলের তোড়ে ডুবে মৃত্যু হল এক খনিশ্রমিকের। দুর্ঘটনায় নিখোঁজ অন্য চার শ্রমিককে দু'ঘণ্টার মধ্যে সুস্থভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় খনিশ্রমিক বিবেককুমার মাঝির (২৯)। কোলিয়ারির ১৬ নম্বর ফেসের ১৯ নম্বর লেভেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায় বেসরকারি সংস্থা গেইনওয়েলের ৯ কর্মী দুর্ঘটনার সময় কাজ করছিলেন খনিগর্ভে। দেওয়ালে গর্ত করার সময় পাশের স্টপিং দেওয়াল ভেঙে জল ঢুকে ভেসে যান পাঁচ কর্মী। মৃত্যু হয় বিবেকের। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসির নেতা সৌমিক মজুমদার বলেন, দুর্ঘটনার দায় কর্তৃপক্ষের। খনিগর্ভে নিরাপত্তায় গাফিলতি রয়েছে।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে ২ কোটি প্রতারণা, মহীশূরে ধৃত মাস্টারমাইন্ড

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুম্বই পুলিশের পোশাক পরা অবস্থায় সদর দফতর থেকে ফোন করা হচ্ছে জানিয়ে বেশ কিছু অপরাধমূলক কাজের জন্য তাঁকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছে বলে মায়াপুরের সচনা ভল্লারিকে ফোনে জানায় সাইবার প্রতারকেরা। গত মে মাসে তাঁর থেকে ভুয়ো পুলিশের দল ২

কৃষ্ণনগর

কোটি ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকার কিছু বেশি প্রতারণা করে হাতিয়ে নেয়। এর পর প্রতারণার শিকার সচনা নবদ্বীপ থানার সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ দায়ের করেন ২৬ জুলাই। তদন্ত নামে কৃষ্ণগর পুলিশ জেলার স্পেশাল টিম। টাকাটা কোন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে, সেখান থেকে কোন কোন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে সূত্র খুঁজে বের করেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরেই কর্নাটকের মহীশূর থেকে প্রতারণার মাস্টারমাইন্ড বিনায়ককে গ্রেফতার করা হয়। এর পিছনে আরও অনেকে আছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। বিনায়কের থেকে ৫২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে কর্নাটক থেকে নদিয়ায় নিয়ে আসা হয়। কীভাবে সে এই জালিয়াতি চালায় এবং তার সঙ্গে আর কে আছে, এই চক্র কতদূর ছড়িয়েছে এই সব জানতে তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার স্পেশাল টিম। পুলিশ জানিয়েছে, ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে কিছু হয় না। সবাইকে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

পাঁশকুড়ায় লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেনের বগি

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : বুধবার বিকেলে পাঁশকুড়ায় একটি নতুন লোকাল ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময় কোনও যাত্রী ছিল না। তাই বড়সড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। তবে এর ফলে বেশ কয়েক ঘণ্টা আপ লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। লোকাল ট্রেনের এই নতুন রেকটিকে হাওড়ায় নিয়ে যাওয়ার পথে ১ থেকে ৩ নং প্ল্যাটফর্মের লাইন বদল করার সময় হঠাৎ বেলাইনের ঘটনা।

নিখোঁজকে বিহারের বাড়ি ফেরাল বাঁশপাহাড়ির পুলিশ

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

মানবিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে বড় দৃষ্টান্ত গড়ল বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। প্রায় ২ বছর নিখোঁজ বিহারের সমস্তিপুর জেলার ভোজগাঁও গ্রামের রমেশকুমার সিংকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিল তারা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর ২ ব্লকের বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ি এলাকায় তিন-চার দিন ধরে ঘোরাফেরা করছিলেন এক অচেনা ব্যক্তি। শনিবার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। জানা যায় নাম ও ঠিকানা।

■ থানায় রমেশ ও তাঁর ভাইপোর সঙ্গে পুলিশকর্তা।

এরপরই বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়। রমেশবাবুর কোনও ছেলেমেয়ে নেই। কাকার খোঁজ পেয়ে দুই ভাইপো সোমবার বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়িতে আসেন। সেখানেই ফাঁড়ির ওসি শুভেন্দু রানা ও অন্য পুলিশকর্মীরা রমেশকে পরিবারের হাতে তুলে দেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, রমেশ প্রায় দু'বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর কাকাকে ফিরে পেয়ে ভাইপো দীপককুমার বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার বিকেলে ওল্ড দিঘার এক নম্বর ঘাটে প্রায় ৫০ কেজির একটি মৃত ডলফিনকে দেখতে পর্যটকদের ভিড় লেগে যায়। অনেকেই সেলফি তুলতে ব্যস্ত হন

আমার বাংলা

21 August, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২১ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

জেলায় প্রথম টাভি পদ্ধতিতে সফল ভালভ প্রতিস্থাপন বর্ধমান মেডিক্যালে

সরকারি হাসপাতালের নয়া নজির

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কলকাতার পর জেলার প্রথম সরকারি হাসপাতাল হিসাবে ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ ইমপ্লান্টেশন বা টাভি পদ্ধতিতে ভালভ প্রতিস্থাপন করে নজির গড়ল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোনওরকম কাটাছেঁড়া ছাড়াই জীবন ফেরে পেলেন রোগী। বর্ধমান মেডিক্যাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করায় বর্ধমান মেডিক্যালের সুপার স্পেশালিটি উইংস অনাময়ে আসেন বীরভূমের বুজুং গ্রামের অমিয়কুমার মণ্ডল। দীর্ঘ কয়েক মাসের চিকিৎসা ও পরীক্ষানীরিক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁর অ্যাওর্টিক ভালভ প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তরফেও সহযোগিতা মেলে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এরপর গত ১৩ অগাস্ট টাভি পদ্ধতিতে কোনও কাটাছেঁড়া ছাড়াই অমিয়বাবুর সফল অ্যাওর্টিক ভালভ প্রতিস্থাপন হয়। ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ ইমপ্লান্টেশন হল এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হার্টের অ্যাওর্টিক ভালভ সরু হয়ে গেলে বা ঠিকমতো কাজ না করলে সেটি প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে একটি নতুন ভালভ একটি ক্যাথেটার দিয়ে শরীরে প্রবেশ করিয়ে পুরনো ভালভের জায়গায় স্থাপন করা হয়। একে ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট বলা হয়। টাভি আসলে একটি কম আক্রমণাত্মক পদ্ধতি, যা ওপেনহার্ট সার্জারির বিকল্প হতে পারে। বর্ধমান মেডিক্যালের সুপার তাপসকুমার ঘোষ জানান, কার্ডিওলজির বিভাগীয় প্রধান দীপঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে গঠিত ২০ জনের চিকিৎসক দল এই টাভির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল। হাঁটাচলা করছেন। ডাঃ দীপঙ্কর ঘোষ দস্তিদার জানান, সম্পূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিটির জন্য প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লেগেছে। কলকাতার বাইরে এই ধরনের অপারেশন জেলার সরকারি হাসপাতালে প্রথম। ফলে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার এক নবদিগন্ত খুলে গেল বলা যায়। বিধায়ক খোকন দাস জানান, রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষতার এটা একটা খুব বড় নজির। মুখ্যমন্ত্রী যে সহযোগিতা করেছেন তা সাধুবাদযোগ্য।

■ হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠা অমিয়কুমার মণ্ডল।

খেজুরি : সমবায় ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

■ সমবায়ে জিতে আবির মেখে আনন্দ প্রকাশ তৃণমূল প্রার্থী ও কর্মীদের।

সংবাদদাতা, খেজুরি : পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি ১ ব্লকের সমবায় নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল। বুধবার এই সমবায়ের মোট ১০টি আসনের ৯টি আসনে নির্বাচন হয়। সব কটি আসনেই জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। একটি সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য আসনে আগে জয়ী হয় বিজেপি। তবে বাকি ৯টি আসনের ভোটাভুটিতে তারা গো-হারা হেরে যায়। বিপুল ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল। সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ভোট হয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। এই সমবায়ের মোট ভোটার সংখ্যা ৫৩০-এর মধ্যে ভোট পড়ে ৪৩৫টি। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন। তিনি বলেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। আগামী দিনে যেখানেই ভোট হবে সেখানেই জিতবে একমাত্র তৃণমূলই। মানুষের আজ এরকমই আস্থা এই দল ও আমাদের নেত্রীর উপর। তাঁর উন্নয়ন যজ্ঞ-সহ মানুষের জন্য চালু নানা প্রকল্পের উপর।

■ আমার পাড়া আমার সমাধান কর্মসূচিতে রানাঘাট ২ ব্লকের শিবির পরিদর্শনে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সঙ্গে এডিএম (জেলা পরিষদ) অনুপকুমার দত্ত, মহকুমা শাসক।

■ বেলদা কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের তরফে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি বৈঠকে রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেত্রী জয়া দত্ত, বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট প্রমুখ।

■ ২৮ অগাস্ট সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অধীন সবং ব্লক ও সবং কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতিসভা ও মহামিছিলে উপস্থিত ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৈয়দ মিলু, অবজারভার সুরজিৎ দাস ও দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল নেতা বিকাশরঞ্জন ভুঁইয়া।

পাড়া শিবিরে এসডিও-কে স্কুলের ফুটো চাল সারানোর দাবি খুদেদের

সংবাদদাতা, ডেবরা : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে মঙ্গলবার ডেবরার ৮ নং গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনাডাঙ্গি শিশু শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন খড়্গপুরের মহকুমা শাসক পাতিল যোগেশ অশোক রাও। সঙ্গে ছিলেন ডেবরার বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী। ক্যাম্প চলাকালীন স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন মহকুমা শাসক। পড়ুয়াদের কাছে জানতে চান তাদের কী কী সমস্যা রয়েছে। সেই সময় পড়ুয়ারা আঙুল দিয়ে স্কুলের ছাউনি দেখিয়ে বলে, বৃষ্টি হলেই স্কুলের ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ে। খুদে পড়ুয়াদের এই সমস্যার কথা শুনেই মহকুমা শাসক সঙ্গে থাকা বিডিও এবং অন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, এক দিনের মধ্যে যেন বাচ্চাদের এই সমস্যার সমাধান হয়। সেই কথা শুনে ভীষণ খুশি হয় খুদে পড়ুয়ারা।

■ খুদে পড়ুয়ার সঙ্গে আলাপরত এসডিও।

চোলাই বন্ধে মহিলাদের নিয়ে অভিযান স্বসহায়ক গোষ্ঠীর, ভাঙা হল মদের ভাটি

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : চোলাই মদের নেশায় আসক্ত বাড়ির পুরুষেরা। ঘরে ঘরে বাড়ছে অশান্তি আর কলহ! চোলাই মদে ইতিমধ্যে প্রাণ গিয়েছে গ্রামের তিনজনের। অনেকবার সতর্ক করেও কাজ না হওয়ায় এবার চোলাই বন্ধে গ্রামের মহিলাদের নিয়েই অভিযান চালায় স্বসহায়ক গোষ্ঠী। ভাঙা হল মদের ভাটি, নষ্ট করা হল চোলাই তৈরির সরঞ্জাম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশও। মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রকোনা ২ ব্লকের কুঁয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিংড়িগেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। বেআইনি চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান গ্রামের স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা। সঙ্গ দেন গ্রামের অন্যান্য মহিলা। চোলাই ভাটি ও চোলাই তৈরির সরঞ্জাম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে চোলাই কারবারিদের সতর্ক করা ও সচেতনতার পাঠ দেয় পুলিশ। ফের চোলাই কারবারে যুক্ত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। মহিলাদের দাবি, কয়েকটি পরিবার গ্রামে বেআইনি চোলাই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে আসক্ত হয়ে পড়ছে বাড়ির পুরুষেরা। ইতিমধ্যে মৃত্যুও হয়েছে তিনজনের। একাধিকবার সতর্ক করা হলেও কাজ না হওয়ায় এবার বাধ্য হয়ে স্বসহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা গ্রামের মহিলাদের নিয়ে চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। চোলাই সরবরাহের একজনকে হাতেনাতে পেয়ে তার বাইক ভাঙচুর করা হয়।

কলেজ পরিদর্শনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি

সংবাদদাতা, হলদিয়া : বুধবার হলদিয়ার একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন করতে আসে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদল। গোটা কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন কমিটির প্রতিনিধিরা। বিধানসভার ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং কমিটির এই পরিদর্শন কর্মসূচিতে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ছিলেন বিভিন্ন এলাকার বিধায়কেরা। কলেজের সমস্যা এবং যাবতীয় বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।

কৃষ্ণনগরে শুরু হল জেলাভিত্তিক লোকশিল্পী সম্মেলন

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে জেলাভিত্তিক লোকশিল্পী সম্মেলন শুরু হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। মূলত লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে ও জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দফতরের সহযোগিতায় এই সম্মেলন চলছে। নদিয়া জেলায় এই সম্মেলনে শুরু হয়েছে কৃষ্ণনগরের রবীন্দ্রভবনে। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়, এসডিও সদর শারদ্যুতি চৌধুরি-সহ জেলা প্রশাসন কর্তারা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকশিল্পীরা সম্মেলনে উপস্থিত হন। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত লোকশিল্পীদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি প্রচারের আবেদন জানানো হয়। কন্যাশ্রী, আমার পাড়া আমার সমাধান, যুবশ্রী প্রকল্পগুলি সমাজ জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে এই সব প্রকল্পের লাভ পাওয়া যায়, তা নিয়ে গান বেঁধে জেলার প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন প্রশাসনিক কর্তারা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর লোকশিল্পীর অংশগ্রহণ সম্মেলনকে সফল করেছে বলে মনে করেন জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক দফতরের কর্তারা।

■ মঞ্চে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, এসডিও প্রমুখ।

আমার বাংলা
21 August, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোন এলাকায় কী প্রয়োজন, ম্যাপ তৈরি করে সমাধানের আশ্বাস মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: কোন এলাকায় কী প্রয়োজন? বাসিন্দারা কী চাইছেন? একেবারে ম্যাপ তৈরি করে শিবিরে সমাধানের আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বুধবার জলপাইগুড়িতে। এদিন মাল মহকুমার কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত ও মাটিয়ালি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হয় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। দুটি বুথের মাঝে আয়োজিত এই শিবিরে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যান রাজ্যের কৃষি ও পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষ সরাসরি তাদের সমস্যা তুলে ধরেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস পান। এই এলাকার সবচাইতে বেশি সংখ্যক মানুষ নেপালি ভাষাভাষী। তাই শিবিরের সূচনাতেই নেপালি ভাষা দিবস উপলক্ষে মন্ত্রী বেচারাম মান্না নেপালি কবি ভানুভক্তকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে সমান গুরুত্ব দেন। নেপালি ভাষাভাষী মানুষদের পাশে থেকে রাজ্য সরকার তাদের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। আজকের এই ভিড়ই প্রমাণ করে, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক উদ্যোগ মানুষের মনে আস্থা জাগিয়েছে। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। মানুষ বিশ্বাস করছেন এখানে সমস্যা জানালে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান হবে। তিনি আরো বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আজকের সাধারণ মানুষের সমস্যা আগামী তিন মাসের মধ্যে রূপায়িত হবেই। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য প্রশাসনকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। আজকের এই শিবিরে মানুষের ঢলই প্রমাণ করে মানুষ তৃণমূল সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন।

■ মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিডিও অভিনন্দন ঘোষ সাধারণ মানুষদের ম্যাপ দেখিয়ে সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন।

সুপার ইমারজেন্সি

(প্রথম পাতার পর)

বিভাগের স্বাধীনতা শেষ করতে চায়। আমরা যা দেখছি তা নজিরবিহীন— বিলটি ভারতীয় গণতন্ত্রের আত্মার উপর হিটলারের আক্রমণের চেয়ে কম কিছু নয়। বিলটি বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে— ন্যায়বিচার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্যের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বিষয়গুলির বিচারে আদালতের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে। দলের হাতে এই ক্ষমতা দিয়ে বিলটি গণতন্ত্রকে বিকৃত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এটি সংস্কার নয়। এটি এমন একটি ব্যবস্থার প্রতি পশ্চাদ-অপসরণ যেখানে আইন আর স্বাধীন আদালতের হাতে থাকে না বরং স্বার্থান্বেষীদের হাতে চলে যায়। এটি এমন একটি শাসন প্রতিষ্ঠার একটি ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা যেখানে বিচারের তদন্তকে স্তব্ধ করে। সাংবিধানিক সুরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং জনগণের অধিকার পদদলিত করা হয়। এইভাবে কায়েমি শাসনব্যবস্থা, এমনকী ইতিহাসে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাও ক্ষমতাকে এক করে দেয়। বিংশ শতাব্দীর অন্ধকারতম অধ্যায়গুলিতে বিশ্ব একসময় যে মানসিকতার নিন্দা করেছিল, এটি তারই গন্ধমাখা।

আদালতের স্বাধীনতার উপর আঘাত বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আদালতকে দুর্বল করা মানে জনগণকে দুর্বল করা। তাদের ন্যায়বিচার চাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করা। বিলটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো-ফেডারেলিজম, ক্ষমতা পৃথকীকরণ এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা-নীতিগুলিকে আঘাত করে— যা সংসদও অগ্রাহ্য করতে পারে না। যদি এটি পাশ করা হয়, তবে এটি ভারতে সাংবিধানিক শাসনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা হবে।

নেত্রীর স্পষ্ট কথা, আমাদের এই বিপজ্জনক সীমা লঙ্ঘনকে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের সংবিধান ক্ষমতার অস্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিতদের সম্পত্তি নয়। এটি ভারতের জনগণের।

বিলের উদ্দেশ্য হল এক ব্যক্তি-এক দল-এক সরকার ব্যবস্থাকে সুসংহত করা। বিলটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে পদদলিত করে। বিলটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনির্বাচিত কর্তৃপক্ষকে (ইডি, সিবিআই— যাদের সুপ্রিম কোর্ট 'খাঁচাবদ্ধ তোতা' বলে বর্ণনা করেছে) ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। এটি আমাদের সংবিধানের মৌলিক নীতির বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অশুভ উপায়ে ক্ষমতায়িত করার একটি পদক্ষেপ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, যেকোনও মূল্যে বিলটি প্রতিহত করতে হবে! এই মুহূর্তে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে! জনগণ তাদের আদালত, তাদের অধিকার এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টাকে ক্ষমা করবে না।

জয় হিন্দ!

সাংবাদিকের দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উদ্ধার সাংবাদিকের ঝুলন্ত দেহ। কোচবিহারের কোতোয়ালির ঘটনা। নাম সুমিতেশ ঘোষ। বাবা কবি অরুণেশ ঘোষ। প্রয়াত সুমিতেশ দীর্ঘদিন প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি কোচবিহার জেলা থেকে নিজের সম্পাদনায় দৈনিক খবরের পত্রিকা চালিয়েছেন বহু বছর। গত কয়েক মাস থেকে আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়-সহ আরও অনেকে।

■ ইটাহারে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন।

পরিষেবায় খুশি, মন্ত্রীকে জানালেন বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার জেলা জুড়ে কেমন চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির তা সরেজমিনে দেখলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের সার্কিট হাউজে এসেছিলেন মন্ত্রী। বুধবার তিনি কোচবিহার শহর, কোচবিহার ১ ব্লক ও ২ ব্লকের বিভিন্ন শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জেলা নেতৃত্ব তাকে শুভেচ্ছা জানান। মন্ত্রীর শিবির পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। কোচবিহার ১ ব্লক ও ২ ব্লকের খাগড়াবাড়ি এলাকায় চলা আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের শিবিরে।

গিমিকের বিল, লিখে রাখুন জীবনে পাশ করাতে পারবে না : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর কথায়, ২০ জন মার্শালকে নিয়ে কাপুরুষের মতো বিল পেশ করতে হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। এরপরই হুঙ্কার দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলার মাটি থেকে চ্যালেঞ্জ করছি, ক্ষমতা থাকলে এই বিল পাশ করে দেখাক।

২৮ সাংসদ নিয়ে অমিত শাহকে তৃণমূল চতুর্থ রোতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভাবুন ৪০ সাংসদ থাকলে কী হত! এটাই বাংলার ক্ষমতা। বাংলার ২৮ জন সাংসদ প্রতিবাদে ঝড় তুলে দেখিয়ে দিয়েছে বাংলার ক্ষমতা। অভিষেক অভিযোগ করেন যেভাবে মঙ্গলবার রাত দশটার পর বিল দেওয়া হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক। সাংসদদের ৪৮ ঘণ্টা আগে বিল দেওয়া হয়। বিল ইন্ট্রোডিউস পর্বেই আমাদের সাংসদেরা বিরোধিতা করেছেন। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমরা ওয়েলে নেমে প্রতিবাদে সরব হয়েছি। আমাদের কারণেই লোকসভা স্থগিত হয়েছে। অভিষেকের বক্তব্য, ওরা গায়ের জোরে সংবিধান সংশোধন করতে চায়। ভাবুন ওদের হাতে ৪০০ সাংসদ থাকলে কী হত! মানুষ আজ রুখে দিয়েছে। এসআইআর থেকে নজর ঘোরাতেই এই মরিয়া প্রচেষ্টা। এই সরকার মানুষের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত নয়। কৃষকের, শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় এদের কোনও আগ্রহ নেই। ভারতের সার্বভৌমত্ব কীভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়েও আগ্রহ নেই। এদের লক্ষ্য, ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। ৬২-৬৩ আসনে হেরেও এটাই তাদের লক্ষ্য।

এই বিল আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে না। তবে তো বিচার বা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে। একটা লোককে রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করলে সে তো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাচ্ছে না, স্পষ্ট কথা অভিষেকের। পরিসংখ্যান তুলে দিয়ে তিনি বলেন, ৫৮৯২টি কেস গত ১০ বছরে ইডি তদন্ত করেছে। মাত্র ৮টি কেসে সাজা হয়েছে (শতাংশের বিচারে সাফল্য ০.১ এরও কম)। এটা সংসদে দেওয়া পরিসংখ্যান। তার মানে ৯৯ শতাংশ কেস রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। যার মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুন ও নারীনির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ২৫ জন অন্য দল থেকে বিজেপিতে যাওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে সমস্ত তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই তো বিজেপির আসল চেহারা।

অভিষেক বলেন, বিজেপির লক্ষ্য এই বিল এনে রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের শূন্য করে দেওয়া। বিজেপির লক্ষ্য যদি সঠিক হয় তবে হিমন্ত বিশ্বশর্মা, শুভেন্দু অধিকারী এদের একটা সমন অন্তত পাঠানো হোক। এরা ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে গেল! প্রশ্ন তৃণমূলের লোকসভা দলনেতার। তাঁর সংযোজন, আপনারা হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় রাউত, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের জোর করে জেলে রেখেছিলেন। আজও আমাদের মহিলা সাংসদদের হেনস্থা করা হয়েছে। এটা আমরা সিরিয়াসলি নিচ্ছি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, চতুর্থ রোতে বসে মার্শালদের ঘিরিয়ে বিল পেশ করতে হয়েছে। তাঁর চ্যালেঞ্জ বিজেপি গায়ের জোর করতে চাইলে সংসদের ভিতরে ও বাইরে লড়াই হবে। তাঁর কটাক্ষ, ই-স্কয়ার চলছে। একটা ইডি আর একটা ইলেকশন কমিশন। একটা বিরোধী নেতাদের অধিকার কাড়তে, অন্যটায় জনগণের অধিকার কাড়তে ব্যবহার করছেন। ক্ষমতা থাকলে বিল পাশ করে দেখাক। বাংলার মাটি থেকে চ্যালেঞ্জ করছি।

যাদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে টিভির পর্দায় তাদের সুরক্ষা দিয়ে রাখা হয়েছে। যারা মহিলাদের কটূক্তি করছে তাদের ব্যাপারে আদালত নীরব। আমার জন্য একরকম আইন আর ওরা বিজেপি করে বলে ওদের জন্য আলাদা আইন— তা তো হতে পারে না! আমরা তো এদেশের নাগরিক। তাঁর সংযোজন যারা বিজেপির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি তাদের ধমকাতে চমকাতে এজেন্সি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে একটা কিছু জমা দিতে পারেনি। আমি ৬ বছর ধরে লড়ছি। এটাই নতুন ভারতের নিদর্শন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুরু দক্ষিণ দিল্লির মালব্যনগর ও করোলবাগের দুটি স্কুলে। তারপর থেকে বুধবার সারাদিন ধরে রাজধানীর ৫০টি স্কুলে ইমেলে হুমকি দেওয়া হল বোমা বিস্ফোরণের। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ফাঁকা করে তল্লাশি চালিয়েও মেলেনি কিছুই

দিল্লি দরবার

তৃণমূলের প্রতিবাদে উত্তাল সংসদ

মার্শাল নামিয়ে লোকসভায় বিল পেশ করতে হল শাহকে

প্রতিবেদন : গেরুয়া কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিলের প্রতিবাদে উত্তাল সাংসদ। বিরোধীদের তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচি এবং স্লোগানের মধ্যেই কোনওরকমে মার্শাল নামিয়ে ৩টি বিতর্কিত বিল পেশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেন বিরোধী সাংসদেরা। দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক সংবিধান-বিরোধী পদক্ষেপ করছে মোদি সরকার। এবার তাদের চক্রান্তের হাতিয়ার তিনটি বিল। বিলগুলোর বিধান অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্য মন্ত্রীদেরও পদ থেকে অপসারণ করা যাবে যদি তাঁরা টানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকেন। এই তিনটি বিল— দ্য কনস্টিটিউশন (১৩০তম অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন টেরিটরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল এবং জম্মু ও কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল— পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীরা তাদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে ফেলে। বিরোধীরা এই আইনগুলোকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে দাবি করেন, সরকার এই বিলগুলি ব্যবহার করে মন্ত্রীদের এবং মুখ্যমন্ত্রীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করে বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। অমিত শাহ যখন বিলগুলিকে একটি যৌথ কমিটির কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তখন বিরোধী সাংসদরা বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেন। ছবিতে দেখা যায় ছেঁড়া কাগজের টুকরো মন্ত্রীর কাছে পড়ছে। বিরোধীদের সাফ কথা, যদি কোনও মন্ত্রী গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হন, তবে তাঁকে অপসারণ করার কোনও বিধান নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার ওয়েলে নেমে স্লোগান দেন সংবিধান মত তোড়ো, মোদি সরকার গদ্দি ছোড়ো। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিবাদ জানায় গোটা বিরোধী শিবির। শাহর সঙ্গে তর্কাতর্কি বেধে যায় কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপালের। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে লোকসভা কক্ষের ভিতরে মার্শাল নামিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তৃণমূল-সহ বিরোধীদের সাফ কথা, সরকারের অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লাগাতার প্রতিবাদ জারি রাখবে বিরোধী শিবির। এদিকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের মন্তব্য, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এই বিল পাশ করানো অসম্ভব মোদি সরকারের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত বিল পাঠানো হয় জেপিসিতে।

■ বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুধবারও সংসদে সরব তৃণমূল।

শেষ দেখে ছাড়ব, হুঁশিয়ারি কল্যাণের

লজ্জা! সংসদীয় মন্ত্রীর হাতে আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী, মিতালি

প্রতিবেদন : ছিঃ! এমন সংসদের মধ্যে এমন অভব্যতা সত্যিই অকল্পনীয়। বুধবার মোদি সরকারের বিতর্কিত বিলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সংসদে হেনস্থার শিকার হলেন তৃণমূলের ২ মহিলা সাংসদ। লজ্জার মাথা খেয়ে, ভদ্রতাবোধ, সংসদীয় সৌজন্যের তোয়াক্কা না করে শতাব্দী রায় ও মিতালি বাগকে রীতিমতো ধাক্কা দিলেন সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও বিজেপি সাংসদ রভনীত বিট্টু। তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপি সাংসদরা। সাম্প্রতিক কালের নজিরবিহীন এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তৃণমূল শিবির। লোকসভার বাইরে বেরিয়ে তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, আমাদের সঙ্গে হিংস্র বাঘের মতো আচরণ করেছে বিজেপি সাংসদরা। গায়ে হাত দিয়ে আক্রমণ করেছে ওরা। হাতে আঁচড়ে দিয়েছে। দু-হাত দিয়ে হামলা চালিয়েছে আমাদের উপরে। হামলা করা হয়েছে শতাব্দী রায়ের উপরেও। কোনও দলের জনপ্রতিনিধিরা যে এমন অভব্য আচরণ, এমন নোংরামি করতে পারেন তা ভাবনার বাইরে ছিল। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এরা নোংরা আচরণ করেছে। আমাদের দলের মহিলা সাংসদদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার শেষ দেখে ছাড়ব আমরা।

■ শতাব্দী রায়।

■ মিতালি বাগ।

সংসদে বিজেপির তাণ্ডব

বিজেপির এই অভ্যবতার বিরুদ্ধে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু ও বিজেপি সাংসদ রভনীত বিট্টুর বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবার বাদল অধিবেশনের শেষদিনে অধ্যক্ষকে চিঠি লিখবে তৃণমূল।

লক্ষণীয়, বুধবার লোকসভায় মোট ৩টি বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পেশ করেন ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল। সংবিধান এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে ৩টি বিলেরই তীব্র বিরোধিতা করেন তৃণমূল-সহ বিরোধী জোটের সাংসদেরা। বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভা। দিশাহারা হয়ে পড়ে শাসকপক্ষ। ঠিক তখনই বিজেপি সাংসদেরা কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদী সাংসদদের উপরে।

গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের বিরোধী

এই সংবিধান সংশোধনী বিল

সাগরিকা ঘোষ
এই বিল গণতন্ত্র বিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপন্থী এবং সংবিধান বিরোধী। এটা কোনও বিল নয়, এটা আসলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য বিজেপির অস্ত্র।

মণীশ তেওয়ারি
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে। এর আগেও কেন্দ্রের সরকারের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এই সংশোধনী আসলে অত্যুক্তি, অপ্রয়োজনীয় ও অসাংবিধানিক।

অভিষেক মনু সিংভি
এটা ভয়ঙ্কর চক্র। বহু ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রেফতারের নিয়ম মানা হয়না। নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয় বিরোধী নেতাদের। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে হাতিয়ার করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোর অস্থির করার পথ খুলে গেল।

দেবের প্রশ্ন, কোনও সদুত্তর নেই কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নে সদুত্তর দিতে পারল না কেন্দ্র। সাংসদ দীপক অধিকারী কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, ব্যয়স্ফীতি সূচক প্রতি বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের (এমপি ল্যাড) তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা নিয়েছে কি না। উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ সিং জানান, এমন কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের।

পেট্রোল ঢেলে শিক্ষিকার গায়ে আগুন লাগাল ছাত্র

প্রতিবেদন : শিক্ষিকার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল স্কুলের ছাত্র। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলায়। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় ওই শিক্ষিকা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

মধ্যপ্রদেশ

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি স্কুলের ১৮ বছর বয়সের ওই ছাত্র ২৬ বছরের ওই শিক্ষিকাকে প্রায়ই উত্যক্ত করত। নানা রকম মন্তব্য করত। গত ১৫ অগাস্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে স্কুল কতৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান ওই শিক্ষিকা। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওই ছাত্র শিক্ষিকার বাড়িতে গিয়ে বোতল ভর্তি পেট্রোল ছুঁড়ে দেয় তাঁর গায়ে। ধরিয়ে দেয় আগুন। গ্রেফতার করা হয়েছে সূর্যংশ নামে ওই ছাত্রকে।

বিপর্যস্ত মুম্বই, থমকে দাঁড়াল মনোরেল

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার ৪০০ যাত্রীকে নিয়ে কয়েকঘণ্টা আটকে রইল মনোরেল। ভয়ঙ্কর এই ঘটনার সাক্ষী রইল দেশের বাণিজ্য রাজধানী মুম্বই। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন মুম্বই ও সংলগ্ন শহরতলি। ব্যহত রেল এ বিমান পরিশেষবা। গোটা মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। শহরের সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করেছে মুম্বই পুরনিগম। মৌসম ভবনের তরফে বলা হয়েছে, ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি মুম্বইয়ে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় জল জমে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টির জেরে যেখানে-সেখানে যানজট, ধীরগতিতে চলছে ট্রাফিক। যানজটের কারণে নাগরিক জীবন ব্যাহত। প্রশাসনের অব্যবস্থা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। জমা জল পরিস্থিতি সামলাতে বহু পুলিশ মোতায়েন রয়েছে মুম্বইয়ের রাস্তায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়া নানা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মুম্বই ও শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় ধীরে চলছে যানবাহন। ট্রাফিকে আটকে পড়েছে হাজার হাজার গাড়ি। প্রবল বৃষ্টির কারণে শহরের সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করেছে মুম্বই পুরনিগম। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে ৫৪ মিমির বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম অংশে যথাক্রমে ৭২ মিমি এবং ৬৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

যোগীরাজ্যের পাঠ্যপুস্তকে বাদ কেন রবীন্দ্রনাথকে?

প্রতিবেদন : উত্তরপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশের দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কি বাদ দেওয়া হয়েছে? তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে কেন্দ্র। সংসদে লিখিত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যা উত্তর দিলেন, তাকে বলা যেতে পারে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া উত্তর, ওটা উত্তরপ্রদেশ সরকার জানে। বিস্মিত ঋতব্রতর প্রশ্ন, এ কেমন কথা। বিশ্বকবি পাঠ্যবইতে আছেন কি না, তা জানে না ডবল ইঞ্জিন সরকার। তৃণমূল সাংসদের মন্তব্য, আসলে রবীন্দ্রনাথকে ভয় পায় বিজেপি। বাংলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে বিজেপি যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তারই পরিণতিতে উত্তর প্রদেশের ইংলিশ টেক্সটবুক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হোম কামিং। এর তীব্র নিন্দা করেছেন ঋতব্রত।

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ! বাংলাদেশের বরগুনা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-সহ আওয়ামি লিগ সম্পর্কে লেখা প্রায় চারশো বই বের করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে

মার্কিন হুমকি সত্ত্বেও ভারতের পাশে থাকার স্পষ্ট বার্তা রাশিয়ার

প্রতিবেদন: ভারতের উপর বিপুল অঙ্কের শুল্ক জরিমানা চাপিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেঁটে ফেলতে নয়াদিল্লিকে চাপ দিচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু অন্যায্য মার্কিন শুল্কচাপের কাছে নতিস্বীকার করা হবে না বলে বার্তা দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এবার রাশিয়ার পক্ষ থেকেও সাফ জানানো হল, পুরনো বন্ধু ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অটুট থাকবে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে আমেরিকার খবরদারি ও শুল্ক-রাজনীতির বিরুদ্ধে চিন-ভারত-ইরানের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে চায় অক্ষ তৈর মস্কো। এই প্রেক্ষাপটে বুধবার মার্কিন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'বার্তা' দিয়ে বড় ঘোষণা করল রাশিয়া। দিল্লিতে পুতিনের দূত রোনাম বাবুশকিন জানিয়েছেন, আমেরিকা যদি ভারতীয় পণ্য না কেনে তাহলে নিজের বাজার খুলে দেবে রাশিয়া। সেইসঙ্গে নিয়মিত অপরিশোধিত তেলও জোগান দেওয়া হবে ভারতকে। রুশ তেল কেনায় ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত রোমান বাবুশকিন এর নিন্দা করেন। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্পের অন্যায্য শুল্ক-আরোপের নিন্দা করে বাবুশকিন বলেন, এই একতরফা মার্কিন চাপ অন্যায্য। অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে কূটনীতি করা ঠিক নয়। এদিকে এবছরের শেষে মোদি-পুতিন বৈঠক হওয়ার কথা। এরপর ভারত-মার্কিন সম্পর্ক কোন পথে এগোবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

■ সংসদে বিরোধী প্রার্থীকে স্বাগত জানালেন শতাব্দী রায় ও মল্লিকার্জুন খাড়্গে। বুধবার।

রাশিয়াকে বাগে আনতেই ভারতকে শুল্ক-জরিমানা?

মার্কিন প্রেস সচিবের মন্তব্যেই ইঙ্গিত

প্রতিবেদন: যুদ্ধ ইস্যুতে রাশিয়াকে বাগে আনতেই কি ভারতকে শুল্ক-তোপ আমেরিকার? জানা যাচ্ছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য মস্কোর উপর পরোক্ষ চাপ তৈরি করতেই ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্কের বোঝা চাপান ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শুল্কনীতির ব্যাখ্যা দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ট্রাম্পের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট জানান, ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘাত শেষ করতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর চাপ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার। সেজন্য রাশিয়ার বন্ধু দেশ ভারতের পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্যারোলিন বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধ করাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অগ্রাধিকার।

সেজন্য তিনি নানাভাবে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যেই রয়েছে ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর মতো পদক্ষেপ। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন স্বীকার করেছেন, মস্কোর উপর পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করাই আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল। সেই লক্ষ্য নিয়েই ভারতের উপর বাণিজ্যিক চাপ।

প্রসঙ্গত, ১৫ অগাস্ট আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিনের বৈঠক হয়। মনে করা হয়েছিল, রাশিয়ার থেকে ভারতের তেল কেনার প্রসঙ্গ উঠতে পারে সেই বৈঠকে। আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ট্রাম্পের প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। যদিও ট্রাম্পের দাবি ছিল, বৈঠক সফল হয়েছে। পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ওয়াশিংটনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও আলোচনা করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরবর্তী লক্ষ্য পুতিন- জেলেনস্কির বৈঠকে মধ্যস্থতা করা। যুদ্ধ বন্ধের ইস্যুতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা ইতিমধ্যেই বলে রেখেছেন ট্রাম্প। এবিষয়ে মার্কিন প্রেস সেক্রেটারি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অতি দ্রুত এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চান। এদিকে ট্রাম্পের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাক, মার্কিন চাপে রাশিয়া থেকে যে তেল কেনা বন্ধ হবে না, বুঝিয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

নিজের বাড়িতেই হঠাৎ আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন: দেশের রাজধানীতেই নিরাপত্তা নেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। নিজের বাসভবনেই আক্রান্ত হলেন দিল্লির গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত। সুদূর মোদিরাজ্য গুজরাতের রাজকোট থেকে এসে রাজেশ সাকারিয়া এক ব্যক্তি বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁকে আচমকাই আক্রমণ করে বসে। মুখ্যমন্ত্রীর চুল টেনে ধরে তাঁকে চড় মারে ওই যুবক। তখন 'জনশুনানি' চলছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। সত্যি কী করুণ দশা বিজেপির! রাজেশকে গ্রেফতারের পর তাঁর মায়ের ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁর ছেলে কুকুরপ্রেমী। দিল্লি-এনসিআরকে পথকুকুর মুক্ত করার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই এই কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে তাঁর ছেলে। তবে আক্রমণের প্রকৃত কারণ কী সেই বিষয়ে নিশ্চিত নয় কেউই। এদিকে অন্যএকটি সূত্রের খবর, তিহার জেলে বন্দি এক আত্মীয়র মুক্তির দাবিতেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিল রাজেশ।

আজ মনোনয়ন জমা দেবেন বিরোধী জোটের প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি

সুদেষ্ণা ঘোষাল • দিল্লি

বিরোধী শিবিরের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দেবেন সংসদ ভবনের সচিবালয়ে। এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিরোধী শিবিরের পদপ্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডি। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে বিরোধীদের তরফে সমন্বয় রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় আছেন। এছাড়াও বিরোধী প্রার্থীর হয়ে মনোনয়নপত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে ১০ জন সাংসদ স্বাক্ষর করেছেন। সাংসদদের তালিকায় আছেন লোকসভার সদস্য বাপী হালদার, অসিত মাল, মিতালি বাগ, শর্মিলা সরকার, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, খলিলুর রহমান এবং রাজ্যসভার সদস্য সাগরিকা ঘোষ, নাদিমুল হক, প্রকাশ চিক বরাইক, মমতা ঠাকুর। মনোনয়ন জমার পর উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে প্রচার করবেন। সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই কারণে সাংসদদের কমিটি

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

গঠন করা হয়েছে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ৯ সেপ্টেম্বর। এই দেড়মাস প্রচারের কাজ যাতে সঠিকভাবে করা যায় সেজন্য সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে বিরোধী শিবির। এদিন বি সুদর্শন রেড্ডিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তৃণমূলের লোকসভার ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায় বলেন, আপনি আইনি জগতের মানুষ। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে বিরোধীরা সংসদে সাধারণ মানুষের কথাকে যথাযথ ভাষা দেওয়ার সুযোগ পাবে।

মোদিরাজ্যে দশমের ছাত্রকে কুপিয়ে খুন অষ্টমের পড়ুয়ার

ভাঙচুর ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের

প্রতিবেদন : ফের সেই মোদিরাজ্য! স্কুলের মধ্যে নৃশংস খুন। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের হাতে খুন হল দশম শ্রেণির পড়ুয়া। এক নাবালক ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করল আর এক নাবালককে। মঙ্গলবার গুজরাতের আমেদাবাদের এক স্কুলে ছাত্র খুনের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। মৃত নাবালকের নাম নয়ন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বুধবার সকালে স্কুল-চত্বরে ভিড় জমান অভিভাবকরা,

সমবেত হন হিন্দুত্ববাদীরা সংগঠনের সদস্যরাও। স্কুলে ভাঙচুর চালানো হয়। মৃত ছাত্র নয়ন সিন্ধি সম্প্রদায়ের। অভিযুক্ত ছাত্রটি মুসলিম সম্প্রদায়ের। এদিন সকালে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের পাশাপাশি সিন্ধি সম্প্রদায়ের একদল জনতা বিক্ষোভ দেখায়। হামলায় আহত হন স্কুল-কর্মীরাও। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পুলিশ অভিযুক্ত নবম শ্রেণির ছাত্রকে হেফাজতে নেয়। নাবালক আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে একাধিক ধারায়। অভিভাবকরা স্কুলের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতার কাছাকাছি মনোরম বেড়ানোর জায়গা হল নুরপুর। ছোট্ট শহর। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকৃতির কোলে শান্ত পরিবেশে কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে যাওয়া যায়। গঙ্গাবক্ষে নৌকাভ্রমণের সুযোগ রয়েছে

হাতছানি দেয় পানবুদারা

অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এক দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্য দিকে তিস্তা। সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা পাহাড়ি অঞ্চলে কান পাতলে শোনা যায় নৈঃশব্দ্যের ভাষা। জায়গাটি হল কালিম্পংয়ের পানবুদারা। আশেপাশেও আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ভিউ পয়েন্ট

কালিম্পংয়ের পানবুদারা। অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৫০০ ফুট উচ্চতায়। হিমালয়ের কোলে। দার্জিলিংয়ের খুব কাছেই। বছরের যে কোনও সময় বেড়াতে যাওয়া যায়। বর্ষা শেষে যথেষ্ট ভিড় থাকে। তখন থাকে আরামদায়ক পরিবেশ। কারণ পানবুদারায় গরম প্রায় নেই বললেই চলে।

অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ছোট-বড় পাহাড় চূড়া। সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা। ভোরবেলায় পাখির কিচিরমিচির ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়া যায় গরম কফিতে চুমুক দিয়ে। পায়ে হেঁটে ঘুরে আসা যায় আশেপাশে। একা নয়, যেতে হবে দলবেঁধে। তবে গোল করা যাবে না। মাতা যাবে না খোশগল্পে। নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ি পরিবেশ উপভোগ করতে হবে চুপচাপ। শান্ত ভাবে। জঙ্গলে চোখে পড়বে রকমারি ফুল। নানা রঙের। কিছু চেনা, কিছু অচেনা। বুনোফুলও মেলে ধরে সৌন্দর্য। পাহাড়ি অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন বন্যপশু। দূরত্ব বজায় রাখতে হবে তাদের থেকে। নাহলে বিপদের সম্ভাবনা।

পাহাড়ের অন্যান্য জায়গা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে রূপ দেখা যায় তার তুলনায় পানবুদারা থেকে আরও ভালভাবে দেখা যায়। পাওয়া যায় ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ। উপরে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিচে তেমন তিস্তা। দার্জিলিং অথবা গ্যাংটক থেকে ফেরার পথেও ঘুরে আসা যায়। তিস্তা নদীর যে ভিউ এখান থেকে দেখা যায়, সেটা আর অন্য কোনও জায়গা থেকে পাওয়া যায় না। এই নদীর অনন্য সুন্দর রূপের সাক্ষী থাকতে পর্যটকরা ভিড় জমান পানবুদারায়। অনেকেই নদীর তীরে বসে সময় কাটান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখানে একই ফ্রেমে ধরা পড়ে সেভকের রেল ব্রিজ আর ঐতিহ্যশালী করোনেশন ব্রিজ।

পানবুদারা ভিউ পয়েন্টকে মিস করতে চান না কোনও পর্যটক। ভিউ পয়েন্টে এসে দাঁড়ালে পাওয়া যায় স্বর্গের মাঝখানে দাঁড়ানোর অনুভূতি। মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখে উন্মনা হয় মন। ধীরে ধীরে জন্ম নিতে পারে ছন্দ। কথা হতে পারে কবিতায়।

এখানকার রাস্তাঘাট বেশ ভাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আগে যথেষ্ট সমস্যা ছিল। গত তেরো-চোদ্দ বছরে লেগেছে সরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া। মসৃণ রাস্তা দিয়ে সাঁই-সাঁই ছুটে যায় গাড়ি। একেবারে হোমস্টের দোরগোড়া পর্যন্ত। এখানে ক্যাম্পিংয়ের সুবিধাও রয়েছে। নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায়। সেইসঙ্গে আছে ট্রেকিংয়ের সুবিধা। এই ক্ষেত্রেও একা নয়, যেতে হবে দলবেঁধে।

দিনের বেলায় রোদের নরম আদর শরীরে এসে লাগে। রাগী নয়, সূর্য যেন অনেক শান্ত।

দূরে পাহাড়

রাতেরবেলা হাসি ছড়ায় লাজুক চাঁদ। অসংখ্য তারা ফুটে ওঠে। যেন কিছু বলতে চায়। বনে বনে জেগে ওঠে বিন্দু বিন্দু জোনাকির দল। নিচে চোখে পড়ে আলো ঝলমলে শিলিগুড়ি শহর।

পানবুদারার আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম চারখোল। অফবিট ডেস্টিনেশন। প্রায় ৩৫০০ ফুট উচ্চতায় পাইন, সাইপ্রাস, ওক, শাক, গুরাস আর বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্য নিয়ে নিশ্চুপে অবস্থান করছে। সামথারা জায়গাটাও পানবুদারা থেকে খুব দূরে নয়।

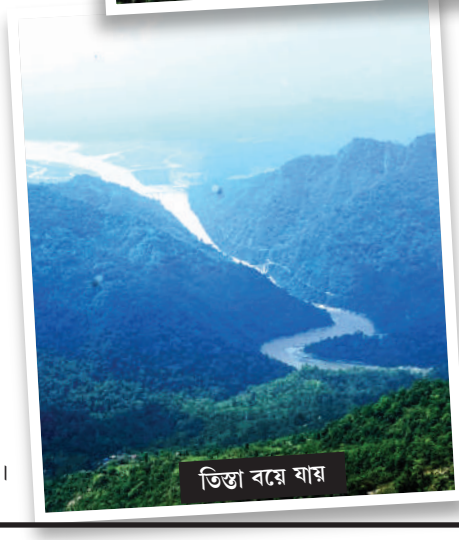
তিস্তা বয়ে যায়

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। দূর করে দেবে মন ও শরীরের ক্লান্তি। এখান থেকেও দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ। আছে হোমস্টে। চাইলে থাকাও যায়। পানবুদারার কাছেই রয়েছে ইয়ামাখুম। এখান থেকেও মুখোমুখি হওয়া যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার। শহরের কোলাহলে থেকে দূরে নৈঃশব্দ্যের জগতে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। এ-ছাড়াও ঘুরে দেখা যায় সিঞ্জিদারা, ঝান্ডিদারা, ডেলো, দুরপিন।

আঁকাবাঁকা পথ

চাইলে আশেপাশের যে কোনও পর্যটনকেন্দ্রে দিনকয়েক থাকার পর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পানবুদারায় এসে কাটানো যায় দুটো দিন। দার্জিলিংয়ের ভিড়ভাট্টা এড়াতে বহু পর্যটক এখন বেছে নিচ্ছেন এই জায়গাটা। ছোট্ট পরামর্শ দিয়ে রাখি, পানবুদারার স্থানীয় খাবারের স্বাদ এককথায় অসাধারণ। অবশ্যই ট্রাই করতে হবে। গ্রামের মানুষজন অতি-মাত্রায় সহজ-সরল। অতিথিপরায়ণ। সবসময় ঠোঁটের কোণে লেগে থাকে নরম হাসি। তাঁদের মন প্রকৃতির মতোই সুন্দর। কী ভাবছেন, যাবেন? সপরিবার? নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন। চোখ বন্ধ করে দেখুন, শুনুন— পানবুদারা হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কীভাবে যাবেন?

শিলিগুড়ি থেকে রঙ্গিবাজার হয়ে পানবুদারা যাওয়া যায়। দূরত্ব প্রায় ৭৩ কিলোমিটার। পথে রেলিখোলাটা দেখে যেতে পারেন। আবার অন্যপথে কালীঝোরা হয়ে পানবু যেতে গেলে দূরত্ব কিছুটা কমবে। তবে কালীঝোরা হয়ে যেতে গেলে রাস্তা বেশ খাড়াই। এখানকার প্রাকৃতিক রূপও অসাধারণ।

কোথায় থাকবেন?

পানবুদারায় থাকা-খাওয়ার যথেষ্ট ভাল ব্যবস্থা রয়েছে। আছে অনেকগুলো ছোট হোমস্টে ও রিসর্ট। মাথাপিছু আনুমানিক ১০০০-২০০০ টাকার মধ্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাছেপিঠে বেড়ানোর জন্য গাড়ি নিতে পারেন। তার জন্য হোমস্টে এবং রিসর্টের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলা যায়। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মাঠে ময়দানে
21 August, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ভাইয়ের দাবি, বিনোদ কাম্বলি তবু আগের থেকে ভাল। বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে

রোহিত-বিরাট নেই র‍্যাঙ্কিংয়ে, গুঞ্জন

ভুল স্বীকার করে নিল আইসিসি

মুম্বই, ২০ অগাস্ট : আইসিসি ওডিআই ব্যাটিংয়ের র‍্যা ঙ্কিং তালিকা থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির নাম। প্রায় দশ বছর ধরে তালিকায় প্রথম দশে রোহিত ও বিরাট দুই ও চার নম্বরে ছিলেন। বুধবার হঠাৎই দুজনকে আইসিসি তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য আইসিসি এই ভুল শুধরে নিয়েছে। দু'জনকে নিজেদের জায়গায় বসিয়ে আইসিসি জানিয়েছে এই সপ্তাহের র‍্যাঙ্কিং তালিকায় এরকমই কিছু ভুল হয়েছে। যা শুধরে নেওয়া হল।

তবু দুজনের এই নাম সরে যাওয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল গুঞ্জন। প্রথম দশ কেন, একশো জনেও দেখা যাচ্ছে না রোহিত-বিরাটের নাম। তাহলে কি দুই মহাতারকা অবসরের দিকে ঝুঁকেছেন? নেটিজেনরা এই প্রশ্ন তুলেছেন। আর তার কারণও রয়েছে। রোহিত ও বিরাট গত সপ্তাহের র‍্যা ঙ্কিংয়ে যথাক্রমে তিন ও দুই নম্বরে ছিলেন। বাবর আজম ওয়েস্ট ইন্ডিজে খারাপ ফল করার পর এই দুজন উঠে এসেছিলেন। র‍্যা ঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ছিলেন শুভমন গিল। এছাড়া রোহিত ও বিরাটের নাম সরে যাওয়ার পর শ্রেয়স আইয়ার আট থেকে ছয়ে উঠে এসেছেন। প্রসঙ্গত, শ্রেয়স এশিয়া কাপের দলে নেই। যা নিয়ে তোলপাড় চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। এই দুজনের কেউ টেস্ট ও টি ২০-র মতো একদিনের ক্রিকেট থেকে এখনও অবসর নেননি। দীর্ঘ সময় ধরে খেলার বাইরে আছেন এমনও নয়। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলেছেন এঁরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিত চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন।

দুই মহাতারকাকে নিয়ে গুঞ্জন তাই জোরকদমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুজনেরই অস্ট্রেলিয়ায় এক দিনের সিরিজে খেলতে যাওয়ার কথা। বিরাট লন্ডনে ও রোহিত মুম্বইয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তবে শুভমনকে টি ২০ দলের সহ অধিনায়ক করে দেওয়ার পর এই দুজনের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। এরমধ্যে আইসিসি ওয়েবসাইটে একদিনের ব্যাটিং র্যা ঙ্কিং থেকে দুজনের নাম সরে যাওয়ায় গুঞ্জন আরও বেড়ে যায়। পরে অবশ্য আইসিসি নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিয়েছে।

সহানুভূতি চাই না, ক্ষোভ পৃথ্বীর

চেন্নাই, ২০ অগাস্ট : বুচিবাবু ক্রিকেটে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে পৃথ্বী শ আবার আলোচনায়। তবে মুম্বই ব্যাটার সেঞ্চুরির পরও শান্ত-সংযত। উচ্ছ্বাস দেখানোর প্রশ্ন নেই। এবার মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলছেন পৃথ্বী। অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার হিসাবে যিনি একসময় সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। পৃথ্বী বলেছেন, আবার প্রথম থেকে শুরু করতে আমার আপত্তি নেই। জীবনে অনেক ওঠা-নামা দেখা হয়েছে। আমি এখন আত্মবিশ্বাসী। এই আত্মবিশ্বাস ক্রিকেটের বেসিক ব্যাপার নিয়েও। আশা করি আসন্ন মরশুম খুব ভাল কাটবে। এরপর পৃথ্বী যোগ করেন, আমি কিছুই বদলাতে চাই না। একদম বেসিকে ফিরে গিয়েছি। যা আমি অনূর্ধ্ব-১৯-এর সময় করতাম। এটাই আমাকে ভারতীয় দলে সুযোগ করে দিয়েছিল। আমি আবার সেই ক্রিকেটে ফিরে গিয়েছি। পৃথ্বী আরও বলেন, অনেক প্র্যাকটিস, জিম, দৌড় এসব খুব ছোট ব্যাপার। কারণ, এসব আমি ১২-১৩ বছর থেকে করছি। ২০২১-এ শেষবার ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন পৃথ্বী। তিনি জানান, এখন আমি সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে ফোকাস নষ্ট করি না। এসব না করেই বরং ভাল আছি। ভারতীয় দলের কারও কাছ থেকে কোনও বার্তা পেয়েছেন কিনা প্রশ্ন করলে পৃথ্বী বলেন, আমার কারও সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। আগে এসব অনেক দেখেছি। আমি পরিবারের সাপোর্ট পেয়েছি। কঠিন সময়ে পাশে থাকা বন্ধুদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছি। এসবই আমার জন্য অনেক।

শ্রেয়সের কোথায় ভুল, প্রশ্ন আজহু-অশ্বিনের

হায়দরাবাদ, ২০ অগাস্ট : আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স। গত আইপিএলেও ১৭ ম্যাচে ৬০৪ রান। ১৭৫ স্ট্রাইক রেটে ৫০.৩৩ ব্যাটিং গড়ে রান করেছেন। এরপরও এশিয়া কাপের দলে জায়গা হয়নি শ্রেয়স আইয়ারের। ক্রিকেটমহল বিস্মিত তিনি ভারতীয় টি-২০ দলে জায়গা না পাওয়ায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন অবাক হয়েছেন দলে শ্রেয়সের নাম না দেখে। ক্ষুব্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের প্রশ্ন, শ্রেয়সের ভুল কী ছিল?

আজহার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'শ্রেয়স আইয়ারকে এশিয়া কাপের দলে রাখা হয়নি। বড় বিস্ময় আমার কাছে'। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রাক্তন তারকা স্পিনার বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না, শ্রেয়স ভুলটা কী করেছে? ২০২৪ সালে অধিনায়ক হিসেবে কেকেআরকে ও আইপিএল জেতাল। তারপর নিলামে গেল। পাঞ্জাব কিংস ওকে কিনল। ২০১৪ সালের পর প্রথমবার পাঞ্জাবকে আইপিএল ফাইনালে তুলল শ্রেয়স। শর্ট বলে সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে শ্রেয়স। বুমরা, রাবাডাদের

অনায়াসে খেলেছে। খারাপ লাগছে শ্রেয়সের কথা ভেবে এবং যশস্বী জয়সওয়াল। ওদের দু'জনের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এটা ঠিক হয়নি।

বিরক্তির সঙ্গে অশ্বিন আরও বলেন, দল নির্বাচনের কাজে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছু নেই। কাউকে না কাউকে বাদ দিতেই হবে। আমি আশা করি, শ্রেয়স এবং যশস্বীর সঙ্গে কেউ কথা বলেছে। আমি শুভমন গিলের জন্য খুশি। কিন্তু শ্রেয়স ও যশস্বীর এটা প্রাপ্য ছিল না। দু'জনের সঙ্গে খুবই অন্যায় হয়েছে।

গিল ডেপুটি গম্ভীরের কথায়

মুম্বই, ২০ অগাস্ট : দু'দিন আগেও এশিয়া কাপের দলে শুভমন গিলের থাকা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অথচ দল ঘোষণার পর দেখা গেল, শুভমন শুধু স্কোয়াডেই নেই, সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও তাঁর ঘাড়ে। এই চমকের পিছনে রয়েছেন খোদ কোচ গৌতম গম্ভীর! এমনটাই দাবি, একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের।

ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, টি-২০ দলের সহ-অধিনায়ক হিসাবে নির্বাচকদের প্রথম পছন্দ ছিলেন না শুভমন। বরং অক্ষর প্যাটেলেই আস্থা রাখতে চেয়েছিলেন অজিত আগারকররা। মঙ্গলবারের নির্বাচনী বৈঠকে সশরীরে না থাকলেও অনলাইনে যোগ দিয়েছিলেন গম্ভীর। তিনি নির্বাচকদের বোঝান, টি-২০ ফরম্যাটেও ভবিষ্যতের জন্য একজনকে তৈরি করে রাখা উচিত পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে। আর শুভমনের বয়স যেহেতু কম এবং টেস্ট অধিনায়ক হিসাবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন কঠিন সিরিজে। তাই সূর্যকুমারের ডেপুটি হিসেবে ওকেই বেছে নেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত কোচের এই যুক্তি মেনেই শুভমনকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন নির্বাচকরা।

প্রসঙ্গত, দল ঘোষণার সময় সাংবাদিক বৈঠকে শুভমনের সহ-অধিনায়ক হওয়া প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর জানিয়েছিলেন, শুভমন টি-২০ দলের নিয়মিত সদস্য ছিল। কিন্তু মাঝে টেস্টের দিকে মন দিতে গিয়ে কয়েকটা সিরিজ খেলেনি। ওকে আবার দলে ফেরানো হল। অধিনায়ক সূর্য বলেছিলেন, বিশ্বকাপের পর দলের সহ-অধিনায়ক ছিল শুভমন। মাঝে কয়েকটা সিরিজে ও খেলেনি। তখন দায়িত্ব পেয়েছিল অক্ষর। আমি খুশি যে শুভমন আবার দায়িত্ব ফিরে পেয়েছে।

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে দ্বিমত সানি-আক্রমের

মুম্বই, ২০ অগাস্ট : পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে দুবাইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই প্রতিবেশী দেশ। সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ খেলেননি হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, যুবরাজ সিংরা। এই প্রেক্ষিতে এশিয়া কাপে কি আদৌ ভারত-পাক ম্যাচ হবে?

মঙ্গলবার এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে, তা এড়িয়ে যান অজিত আগারকর, সূর্যকুমার যাদবরা। বৈঠকে উপস্থিত বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিও সাংবাদিকদের শুধু দল নিয়ে প্রশ্ন করতে বলেন। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর মনে করেন, পুরোটাই নির্ভর করছে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের উপরে। সানির বক্তব্য, এখানে বিসিসিআই বা ক্রিকেটারদের কিছু করার নেই। সরকার যদি বলে ম্যাচ হবে, তাহলে ম্যাচ হবে। আবার যদি উল্টো নির্দেশ আসে, তাহলে ম্যাচ হবে না।

অন্যদিকে, ওয়াসিম আক্রম আবার মনে করছেন, ক্রিকেটের স্বার্থে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়া উচিত। কিংবদন্তি পাক তারকার বক্তব্য, এশিয়া কাপের সূচি অনেকদিন আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। পাকিস্তানে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। ভারত খেললে

ভাল, না খেললেও সমস্যা নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি ম্যাচের পক্ষে। আমি কোনও রাজনীতিবিদ নই। তাই ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজও দেখতে চাই। সবাই দেশের কথা ভাবে। ভারতীয়রা যদি দেশাত্মবোধ দেখাতে চায়, তাহলে আমরাও দেখাব। তবে কাজে করে দেখানোর থেকে কথা বলা অনেক সহজ।

এদিকে, নিজের দেশে আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন আক্রম। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিদেশি অনলাইনে বেটিং অ্যাপের প্রচার করার। আক্রমের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই তদন্তও শুরু হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ভারত

মাঠে ময়দানে

21 August, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২১ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

সেরা সালাহ

লন্ডন : গত মরশুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার। ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠনের (পিএফএ) বিচারে বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের সম্মান পেলেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুল তারকা প্রথম ফুটবলার, যিনি তিন-তিনবার এই সম্মান জিতেছেন। ২০২৪-'২৫ মরশুমে লিভারপুলকে প্রিমিয়ার লিগ জেতানোর মূল কারিগর ছিলেন সালাহ। ২৯ গোল করে তিনি ছিলেন লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। পাশাপাশি ১৮টি অ্যাসিস্টও ছিল তাঁর নামের পাশে। এদিকে, বর্ষসেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার মর্গ্যান রজার্স। সেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন আর্সেনালের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মারিওনা কালদেন্তে। জীবনকৃতি সম্মান পেয়েছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

শুটিংয়ে ব্রোঞ্জ

নয়াদিল্লি : কাজাখস্তানে আয়োজিত এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক এল ভারতের ঝুলিতে। বুধবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে এই ব্রোঞ্জ জিতেছেন দুই ভারতীয় শুটার সৌরভ চৌধুরি ও সুরুচি ইন্দর সিং। তৃতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে সৌরভ ও সুরুচির প্রতিপক্ষ ছিল চিনা তাইপের জুটি লিউ হেং যু এবং সিহ সিয়াং চেন। ১৭-৯ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে ব্রোঞ্জ পকেটে পুরে নেন ভারতীয় জুটি।

এমবাপের গোলে জিতল রিয়াল

গোল করছেন এমবাপে। মাদ্রিদে ওসাসুনা ম্যাচে।

মাদ্রিদ, ২০ অগাস্ট : রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারলেও, অভিষেক লা লিগা মরশুমে ৩১ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। সেই কিলিয়ান এমবাপের গোলেই ওসাসুনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে নতুন লা লিগা মরশুম শুরু করল রিয়াল।

নিবাসিত হওয়ার জন্য এই ম্যাচে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগারকে পায়নি রিয়াল। তবে এই ম্যাচেই লা লিগায় অভিষেক ঘটেছে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডের। প্রথমবার রিয়ালের জার্সি গায়ে চাপালেন দুই নতুন রিক্রুট আলবারো কারেরাস ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু বল পজেশনে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিলেও, কিছুতেই গোলের মুখ খুলতে পারছিলেন না এমবাপেরা। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গোল তুলে নেয় স্প্যানিশ জায়ান্টরা। ৫০ মিনিটে এমবাপেকে নিজেদের বক্সে ফাউল করেছিলেন ওসাসুনার জুয়ান ক্রুজ। পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি এমবাপে। পিছিয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপায় ওসাসুনা। ৬৩ মিনিটে প্রায় গোল করেই বসেছিলেন ওসাসুনার আবেল ব্রেতোনেস। যদিও অল্পের জন্য বেঁচে যায় রিয়াল। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন ব্রেতোনেস। রিয়ালের কোচ হিসাবে অভিষেক লা লিগা ম্যাচেই জয় পেয়ে খুশি জাবি আলোন্সো। ম্যাচের পর তিনি বলেন, এমবাপে গতবারের থেকেও এবার ভাল খেলবে। ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। তবে দলের খেলায় আমি খুশি।

লিগে পরীক্ষা মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : লম্বা বিরতির পর কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ডুরান্ডে খেলার জন্য মেসারার্সের বিরুদ্ধে দল নামায়নি মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডেগি কার্ডোজোর দলের সামনে সুরুচি সংঘ। গ্রুপ 'এ'-তে সুরুচি ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে চার নম্বরে। মোহনবাগান সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ছ'নম্বরে। সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে বাকি সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ বাগানের রিজার্ভ দলের কাছে। জোড়া ডার্বি হার ভুলেই ভূমিপুত্র ও স্বদেশি জুনিয়র ব্রিগেড নিয়ে কলকাতা লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষায় নামছে মোহনবাগানের যুব দল। সিনিয়র দলের কিয়ান নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাটদের সুরুচির বিরুদ্ধে খেলার সম্ভাবনা নেই। বাগানের যুব দলের হেড কোচ ডেগি কার্ডোজো জানিয়েছেন, জুনিয়রদের নিয়েই সুরুচি ম্যাচ খেলবে দল। তাছাড়া কিয়ানের চোট সারেনি। বাগানের চোখ ৩ পয়েন্টে।

রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১২৯তম জন্মদিবস পালন করা হয়। বুধবার ময়দানে 'চিনের প্রাচীর' খ্যাত কিংবদন্তি ফুটবলারের মূর্তির পাদদেশে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিওএ, আইএফএ এবং তিন প্রধানের কর্তারাও।

এশিয়া কাপে নেতা হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : আগামী বছর বিশ্বকাপ হকিতে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই আসন্ন এশিয়া কাপে খেলতে নামছে ভারত। বুধবার হকি ইন্ডিয়া ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করল। ড্র্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিংয়ের হাতেই থাকছে নেতৃত্বের ব্যাটন। দলে কোনও চমক নেই। তবে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স না থাকা সত্ত্বেও দলে জায়গা ধরে রেখেছেন মিডফিল্ডার রাজিন্দর সিং এবং দুই ফরোয়ার্ড শিলানন্দ লাকড়া ও দিলপ্রীত সিং।

চলতি মাসের ২৯ অগাস্ট শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ হকি। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিহারের রাজগিরে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি ২০২৬ সালে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হতে চলা হকি বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পাবে। পুল 'এ'-তে ভারতীয় দলের সঙ্গে রয়েছে চিন, জাপান এবং কাজাখস্তান। হরমনপ্রীতের ভারত ২৯ অগাস্ট চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করছে। ৩১ অগাস্ট জাপানের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। ১ সেপ্টেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ কাজাখস্তান।

ভারতীয় দলের কোচ ক্রেগ ফুলটন বলেছেন, বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে এশিয়া কাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিজ্ঞ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে।

বিক্ষোভে ক্ষমা চাইলেন নেইমার

সাও পাওলো, ২০ অগাস্ট : ভাস্কো দা গামার বিরুদ্ধে ০-৬ গোলে হেরে মাঠেই কেঁদেছিলেন। এবার সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন নেইমার-সহ স্যান্টোসের বাকি ফুটবলাররা! তবে খুব ঠান্ডা মাথায় ক্ষুব্ধ সমর্থকদের ক্ষোভ সামাল দেন নেইমার নিজেই। স্যান্টোসের প্র্যাকটিস চলাকালীন বেশ কিছু সমর্থক গেট ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন। ক্লাব কর্তাদের পদত্যাগ দাবি করে উচ্চৈঃস্বরে স্লোগান দিতে থাকেন সমর্থকেরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তাকর্মীরা ব্যর্থ হলে, এগিয়ে আসেন নেইমার। তিনি কথা বলেন উত্তেজিত সমর্থকদের সঙ্গে। কথা দেন, খুব দ্রুতই এই পরিস্থিতি থেকে ক্লাব ঘুরে দাঁড়াবে।

সমর্থকেরা তখন বলতে থাকেন, তুমি কাঁদলে দলের মনোবল কোথায় থাকবে? বাকি ফুটবলারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, তোমাদের গালে চড় মারা উচিত। যদিও অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেন নেইমার। তিনি বলেন, আমরাও হতাশ। আপনাদের প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু দয়া করে হিংসাত্মক কিছু করবেন না। বরং আমাদের আরও অপমান করুন। আমরা সবাই নিজেদের পারফরম্যান্সে লজ্জিত। নেইমারের এই কথার পর উত্তেজিত সমর্থকরা শান্ত হন। ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতেই বেরিয়ে যান।

ব্রাসেলসে নেই নীরজ

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের টিকিট আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই ব্রাসেলস ডায়মন্ড লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন নীরজ চোপড়া। ফাইনালের আগে এটাই ছিল ডায়মন্ড লিগের শেষ পর্ব। যা হবে শুক্রবার। এর আগে সাইলেসিয়া ডায়মন্ড লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ ও ২৮ অগাস্ট জুরিখে বসবে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের আসর। এবছর ডায়মন্ড লিগের মাত্র দু'টি লেগে অংশ নিয়েছিলেন নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারের প্রথমবার ৯০ মিটারের বেশি থ্রো করলেও, দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন। এরপর প্যারিস ডায়মন্ড লিগে ৮৬.১৬ মিটার ছুঁড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তবে ১৫ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন নীরজ।

অক্টোবরে আনন্দ-কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ২০ অগাস্ট : চার বছর পর ফের মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই সতরঞ্চ কি খিলাড়ি! বিশ্বনাথন আনন্দ ও গ্যারি কাসপারভ। বিশ্ব দাবার দুই কিংবদন্তি এবার মুখোমুখি হবেন আমেরিকার সেন্ট লুইসে, ক্লাচ দাবা প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে। যা হবে চলতি বছরের অক্টোবরে। শুধু আনন্দ ও কাসপারভই নন, বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ ও বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনও এই প্রদর্শনী দাবায় একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়বেন।

প্রাক্তন দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ ও কাসপারভ শেষবার একে অন্যের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন ২০২১ সালে। ক্রোয়েশিয়া র‍্যা পিড অ্যান্ড ব্লিৎজ টুর্নামেন্টে। জাগ্রেবে আয়োজিত ওই ম্যাচে কাসপারভকে টেক্কা দিয়েছিলেন আনন্দ। সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে নিজেদের কেরিয়ারে আনন্দ ও কাসপারভ মোট ৮২ বার মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে ৩০টি ম্যাচ অমীমাংসিত। বাকিগুলোর মধ্যে অধিকাংশই জিতেছেন কাসপারভ।

আয়োজক সেন্ট লুইস চেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭ অক্টোবর শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। সেখানে লেজেন্ডস বিভাগে দুই প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ ও কাসপারভ একে অন্যের বিরুদ্ধে ১২টি রাউন্ড খেলবেন। এরপর শুরু হবে বর্তমান তারকাদের নিয়ে ইভেন্ট। যাতে কার্লসেন, গুকেশ-সব বিশ্বের নামী দাবাড়ুরা অংশগ্রহণ করবেন।

ভিশন ২০২৮-এর ষষ্ঠ পর্যায়ের শেষ দিনে বুধবার ক্রিকেটারদের সঙ্গে ঝুলন গোস্বামী

অভিষেকেই বাজিমাত কিবুদের

মশাল নিভিয়ে ডুরান্ড ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার

ডায়মন্ড হারবার ২ (মিকেল ও জবি) — **ইস্টবেঙ্গল ১ (আনোয়ার)**

অনির্বাণ দাস

প্রথমবার ডুরান্ড কাপ খেলতে নেমে ফাইনালে! ইতিহাস গড়ল ডায়মন্ড হারবার। তাও আবার তারকাখচিত ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে। বুধবার রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই ফুটবলারদের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠেন কোচ কিবু ভিকুনা। যুবভারতীতে উপস্থিত ডায়মন্ড হারবার সমর্থকরাও যোগ দিলেন সেই উৎসবে। হল ভিকট্রি ল্যাপ। লাল হলুদ গ্যালারিতে তখন শোকের আবহ।

ডার্বি জিতে আকাশে উড়ছিলেন মিগুয়েল, দিয়ামানতাকোসরা। তাঁদের এক ঝটকায় মাটিতে টেনে নামালেন কিবুর শিষ্যরা। ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ আরও একবার প্রমাণিত, ডার্বি জেতার পরের ম্যাচটা সাধারণত হোঁচট খায় ইস্টবেঙ্গল। ফুটবল দেবতা বড়ই নির্মম! ডার্বিতে জোড়া গোল করে নায়ক বনে গিয়েছিলেন দিয়ামানতাকোস। এই ম্যাচে তিনিই খলনায়ক। অবিশ্বাস্যভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে দলকে ডোবালেন গ্রিক স্ট্রাইকার।

এই জয় কিবুর কাছেও স্পেশাল। মোহনবাগানের কোচ থাকাকালীন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোনও ম্যাচ হারেননি স্প্যানিশ কোচ। সেই রেকর্ড এই ম্যাচেও বজায় রাখলেন। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে খানখান করে দিলেন লাল হলুদেরই দুই প্রাক্তনী জবি জাস্টিন ও মিরশাদ মিচু! ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডার্বিতে গোটা দুয়েক গোল রয়েছে জবির। এদিন ডায়মন্ড হারবারের জয়সূচক গোলটি এল জবির পা থেকেই। আর তিন কাঠির নিচে পাহাড় হয়ে লাল হলুদের একের পর এক আক্রমণ রুখে দিলেন মিরশাদ। এবার ফাইনালে জবিদের সামনে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। আরও একটা ইতিহাস ডাকছে ডায়মন্ড হারবারকে।

মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে এদিন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোকে টেক্কা দিলেন কিবু। জমাট রক্ষণের পাশাপাশি দ্রুত গতির প্রতিআক্রমণেই বাজিমাত করলেন ডায়মন্ড হারবার কোচ। যার কোনও পাল্টা দিতে পারলেন না অস্কার। খেলা শুরুর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই কেভিন সিবিলে ও প্রভসুখন গিলের ভুল বোঝাবুঝিতে প্রায় গোল করে বসেছিল ডায়মন্ড হারবার। সে-যাত্রায় কোনও রকমে বল বিপন্মুক্ত করেন কেভিনই। এছাড়া

অনবদ্য ব্যাকভলিতে ডায়মন্ড হারবারের প্রথম গোল করছেন মিকেল। ডিফেন্সে নীরব দর্শক আনোয়াররা।

ফাইনালে ওঠার উৎসব ডায়মন্ড হারবার শিবিরের। বুধবার যুবভারতীতে। ছবি—সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ মিনিটে স্যামুয়েলেরের শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে তখনই এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। সেই ঝটকা সামলে টানা আক্রমণের ঝড় তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রতিআক্রমণে লাল হলুদ রক্ষণকেও বারবার পরীক্ষার মুখে ফেলেছেন জবিরা।

বিরতির পর গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় ইস্টবেঙ্গল। বেশ কিছু সুযোগও তৈরি করেছিল তারা। কিন্তু গোল হয়নি। উল্টে ৬৬ মিনিটে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজারের দুরন্ত গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। ফ্রি কিক থেকে বক্সের মধ্যে বল পেয়ে অসাধারণ ব্যাকভলিতে বল জালে জড়ান মিকেল। যদিও এক মিনিটের মধ্যেই আনোয়ার আলির বিশ্বমানের গোলে ১-১ করে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। অনেকটা দূর থেকে গোলার মতো শটে জাল কাঁপান আনোয়ার।

তবে নাটকের তখনও বাকি ছিল। ৮৩ মিনিটে কর্নার থেকে জটলার মধ্যে বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি জবি। আর এই গোলটাই ইস্টবেঙ্গলকে ডুরান্ড থেকে ছিটকে দিল। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও হার বাঁচাতে পারেননি অস্কারের ফুটবলাররা। মিগুয়েলের শট একবার বারে লাগে। এদিন সকালে কলকাতায় ফিরে আসা মহম্মদ রশিদকে মাঠে নামিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি অস্কার।

অভিষেকের পেপ-টকেই প্রত্যাবর্তন

প্রতিবেদন : মোহনবাগানের কাছে পাঁচ গোল খাওয়ার পর ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর টিমের ফুটবলারদের উজ্জীবিত করতে পেপ-টক দিয়ে বলেছিলেন, জীবনযুদ্ধের মতো খেলার মাঠেও হার-জিত আছে। হার থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে তাকাও। চাপমুক্ত হয়ে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচে মাঠে নামতে হবে। তোমরা ভাল বলেই তো এত ম্যাচ ধারাবাহিকভাবে জিতেছ। একটা হারে সব কিছু শেষ হয়ে যায় না।

অভিষেক-মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে জামশেদপুরে গিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে সেমিফাইনাল। আর বুধবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের মতো টানা জয়ের ছন্দে থাকা শক্তিশালী টিমকে ছিটকে দিয়ে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার। উৎসবে মাতোয়ারা কোচ, ফুটবলার, কর্তারা। বাটানগর স্টেডিয়াম থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, মাত্র তিন বছরের সফর সহজ ছিল না। ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ঐতিহাসিক দিন আমাদের। ট্রফি না জিতে থামতে চাই না। সচিব মানস ভট্টাচার্য বলছেন, মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা আজ এই জায়গায়। এখনও অনেক পথ যেতে হবে। ডুরান্ড কাপ জিততে চাই আমরা।

ভারতীয় ফুটবলে ডায়মন্ড দ্যুতির নেপথ্যে কোচ কিবু ভিকুনাও। মোহনবাগানকে আই লিগ দিয়ে এ দেশে সাফল্যের ইতিহাস লিখেছিলেন স্প্যানিশ কোচ। এখন ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে নিয়ে নতুন বীরগাথা লিখছেন তিনি। এর আগে কোনও বিদেশি কোচ লোয়ার ডিভিশনের একটি ক্লাবকে নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলে ওঠার মিশনে নেতৃত্ব দেননি। ম্যাজিশিয়ান কিবুই যেন ডায়মন্ড হারবারের স্বপ্নের সওদাগর। স্প্যানিশ কোচ বলছেন, ফাইনালের আগে নর্থইস্ট আমাদের থেকে একদিন বেশি সময় পেল। সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি না। এখন জয়ের রাত উপভোগ করতে চাই। পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করে জবি জাস্টিন বলেন, গোল করে উৎসব করতে চাইনি। কারণ, ইস্টবেঙ্গল আমার পুরনো দল।

সেমিফাইনাল হেরে ডুরান্ড থেকে বিদায় নিয়ে রেফারিকে দুষলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। বললেন, ডায়মন্ড হারবারের একটি গোলে ফাউল ছিল। অপরটি হ্যান্ডবল। রেফারিং নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। এই রেফারি আগেও আমাদের বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তবে প্রতিযোগিতায় আমরাই সেরা দল ছিলাম।

ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।